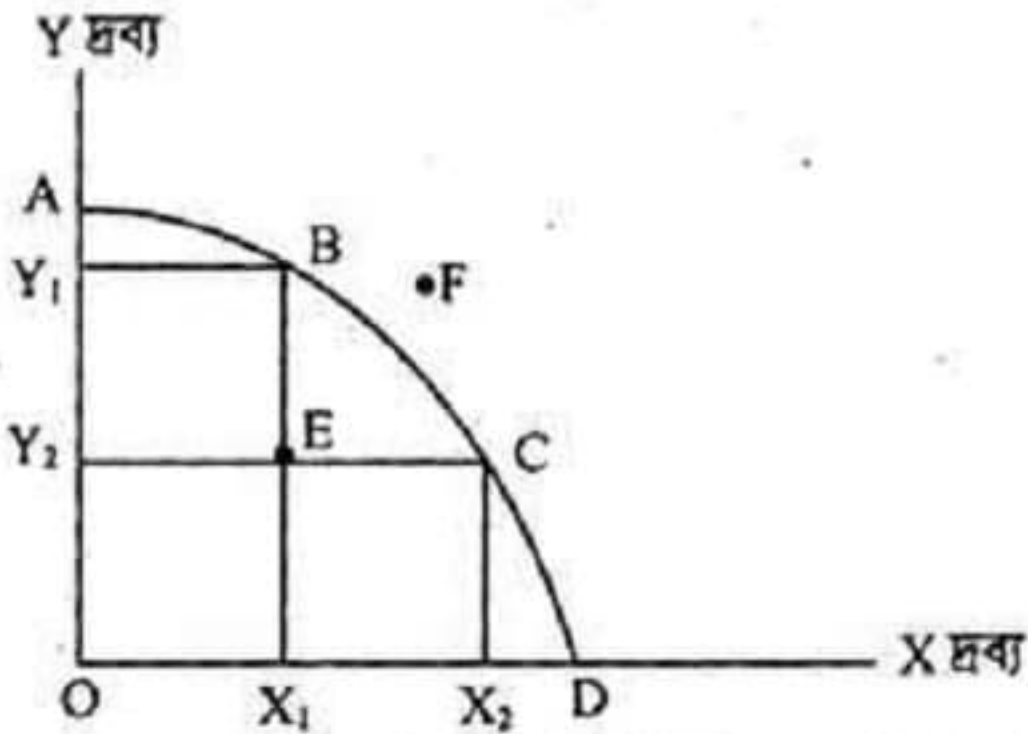


এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-১: মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা এবং এর সমাধান

প্রশ্ন ১



[সি. বো., সি. বো., সি. বো., য. বো. '১৮' প্রশ্ন নং ১]

- দুস্থাপ্যতা কাকে বলে? ১
- মিশ্র অর্থব্যবস্থায় মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হয়? ২
- উদ্দীপকে যে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার কথা উপস্থাপিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- E ও F বিন্দুতে উৎপাদন করার ক্ষেত্রে সম্ভাবনা ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. অভাবের তুলনায় সম্পদের স্বল্পতা বা অপরিপূর্ণতাকেই অর্থনীতিতে দুস্থাপ্যতা বলে।

খ. মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সাধারণত স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থায় বাজার মূল্য নির্ধারিত হয়। তবে মূল্য নির্ধারণে মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচনের সময় সরকারি হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়।

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বাজারে দাম নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে বাজারে চাহিদা ও যোগান ভূমিকা রাখে। দ্রব্যের দাম তার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হলেও দামস্তরের অতিরিক্ত উর্ধ্বগতি সরকারি হস্তক্ষেপে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এছাড়া অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের দাম সরকারি নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। অর্থাৎ মিশ্র অর্থব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ লক্ষ করা যায়।

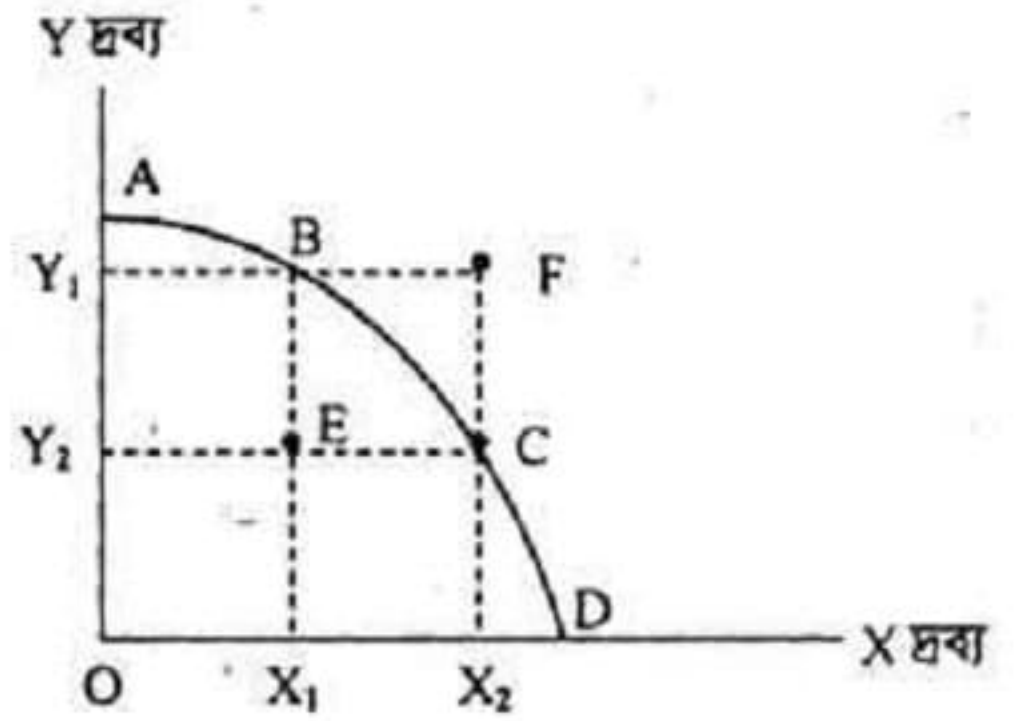
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC)-এর মাধ্যমে অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা 'নির্বাচন' এর কথা উপস্থাপিত হয়েছে।

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা হলো এমন একটি রেখা, যার প্রতিটি বিন্দুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তির সাপেক্ষে দুটি উৎপন্ন দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশিত হয়। তাই এই রেখার মাধ্যমে কোন দ্রব্য কতটুকু উৎপাদন করা হবে, তা ব্যাখ্যা করা যায়।

উদ্দীপকের চিত্রে লক্ষ করা যায়, উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC)-এর B বিন্দুতে 'Y' দ্রব্য OY_1 ও 'X' দ্রব্য OX_1 পরিমাণ এবং C বিন্দুতে 'Y' দ্রব্য OY_2 ও 'X' দ্রব্য OX_2 পরিমাণ উৎপাদন করা যায়। এখন, প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে উৎপাদককে নির্বাচন করতে হবে তিনি কোন বিন্দুতে উৎপাদন করবেন। যেমন— যদি 'X' দ্রব্যের প্রয়োজন বেশি হলে C বিন্দুতে এবং 'Y' দ্রব্যের প্রয়োজন বেশি B বিন্দুতে উৎপাদন করতে হবে। এভাবে PPC-এর মাধ্যমে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা 'নির্বাচন' এর বিষয়টি উপস্থাপিত হয়।

ঘ. উদ্দীপকের চিত্রে উল্লিখিত E বিন্দু অদক্ষ অঞ্চল এবং F বিন্দু অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চলে বিদ্যমান থাকায় E ও F বিন্দুতে উৎপাদন করা যথাক্রমে অযৌক্তিক ও অসম্ভব।

সাধারণত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার নিচের বা বামদিকে যেকোনো বিন্দুতে সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করে। এজন্য এই অঞ্চলকে অদক্ষ অঞ্চল বলে। আর উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরে বা ডানদিকে যেকোনো বিন্দুতে বর্তমান প্রযুক্তিতে উৎপাদন সম্ভব নয়। এ জন্য এই অঞ্চলকে অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চল বলে।



চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

চিত্রে লক্ষ করা যায়, E বিন্দুতে উৎপাদন করা হলে 'X' দ্রব্য OX_1 এবং 'Y' দ্রব্য OY_1 পরিমাণ উৎপাদন করা যায়। এখন, প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে 'X' দ্রব্যের উৎপাদন স্থির রেখে 'Y' দ্রব্যের উৎপাদন Y_1Y_2 বাড়ানো সম্ভব। অথবা 'Y' দ্রব্যের উৎপাদন স্থির রেখে 'X' দ্রব্যের উৎপাদন X_1X_2 পরিমাণ বাড়ানো যায়। কাজেই E বিন্দুতে উৎপাদন করার ক্ষেত্রে সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করে। তাই 'E' বিন্দুতে উৎপাদন করা যৌক্তিক হবে না।

আবার, F বিন্দুর ক্ষেত্রে 'X' দ্রব্য OX_2 এবং 'Y' দ্রব্য OY_2 পরিমাণ উৎপাদিত হবে। অর্থাৎ, F বিন্দুটি B ও C বিন্দুর চেয়ে বেশি উৎপাদন নির্দেশ করে। কিন্তু, বর্তমান প্রযুক্তিতে F বিন্দুতে উৎপাদন সম্ভব নয়। অর্থাৎ, F বিন্দুতে উৎপাদন কাম্য হলেও নির্দিষ্ট প্রযুক্তিতে উৎপাদন করা অসম্ভব।

প্রশ্ন ২ নিচের X ও Y নামক দুটি দ্রব্য উৎপাদনের একটি উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি দেওয়া হলো—

X-দ্রব্য	Y-দ্রব্য	সংমিশ্রণ
৮	০	A
৫	৫	B
০	৮	C

[সি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. '১৮' প্রশ্ন নং ১]

- ব্যক্তিগত অর্থনীতি কী? ১
- "নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা ধনাত্মক অর্থব্যবস্থা থেকে কোন ক্ষেত্রে উন্নত?" ব্যাখ্যা করো। ২
- উদ্দীপক হতে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অংকন করো। ৩
- প্রাপ্ত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অনুযায়ী উভয় দ্রব্য একই সঙ্গে ৮ একক করে উৎপাদন করা সম্ভব নয় কেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. অর্থনীতির যে শাখায় অর্থনৈতিক এককের আচরণ ও কার্যকলাপ পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে ব্যক্তিক অর্থনীতি বলে।

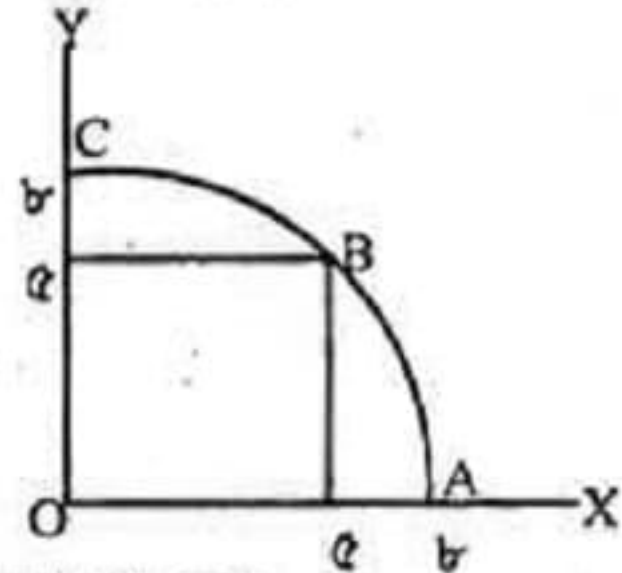
খ. সামাজিক কল্যাণ অর্জনে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা ধনতাত্ত্বিক অর্থব্যবস্থা থেকে উন্নত।

নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় কেন্দ্রীয়ভাবে সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ অর্জনের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে অর্থনীতির সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অপরদিকে ধনতাত্ত্বিক অর্থব্যবস্থায় মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক মুনাফা সর্বাধিক করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অর্থাৎ এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ সর্বক্ষেত্রেই বেসরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। এতে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ তথা সামাজিক কল্যাণ ব্যাহত হতে পারে। তাই নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থাকে ধনতাত্ত্বিক অর্থব্যবস্থা থেকে উন্নত মনে করা হয়।

গ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করা হলো:

উপকরণের দক্ষ বণ্টনের মাধ্যমে দুটি পণ্যের উৎপাদনযোগ্য সংমিশ্রণ বিন্দুগুলো নিয়েই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC) সৃষ্টি হয়।

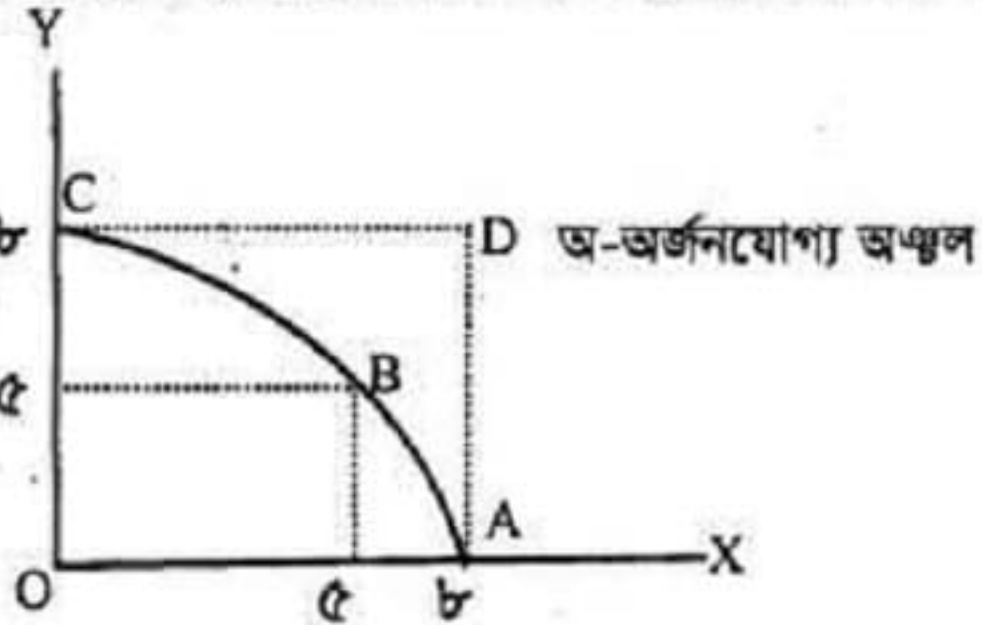
X দ্রব্য	Y দ্রব্য	বিন্দু
৮	০	A
৫	৫	B
০	৮	C



চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

প্রদত্ত সূত্রের আলোকে বর্তমান প্রযুক্তি ব্যবহার করে শুধু X দ্রব্য উৎপাদন করা যায় ৮ একক, যা A বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। আবার ৫ একক X দ্রব্য এবং ৫ একক Y দ্রব্য উৎপাদন করা যায় B বিন্দুতে। এরপর C বিন্দুতে X দ্রব্য উৎপাদন না করে শুধু Y দ্রব্য উৎপাদন করা যায় ৮ একক। এখন প্রাপ্ত A, B, C বিন্দুগুলো যোগ করে AC উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা পাওয়া যায়। এটিই উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

ঘ. প্রাপ্ত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ক্ষেত্রে D বিন্দু (X = ৮ একক ও Y = ৮ একক) অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় উৎপাদন সম্ভব নয়।



চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চল

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দ্বারা সীমিত সম্পদ নির্দেশিত হয়। এ রেখার অ-অর্জনযোগ্য বিন্দুতে উৎপন্ন সংমিশ্রণ পাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও সম্পদের সীমাবদ্ধতার জন্য তা পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ ইচ্ছা করলেই যত খুশি উৎপাদন করা সম্ভব হবে না।

চিত্রে লক্ষ করা যায়, উভয় দ্রব্য ৮ একক করে উৎপাদন তথা প্রাপ্ত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা D (৮, ৮) বিন্দুটি কাঙ্ক্ষিত হলেও অর্জনযোগ্য নয়। কারণ প্রদত্ত উপকরণ বা প্রযুক্তিতে D বিন্দুতে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। যেটিকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চল হিসেবে অভিহিত করা যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, D বিন্দুতে উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত হলেও বিদ্যমান উপকরণের স্বল্পতার জন্য উৎপাদন সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ৩

X দ্রব্য (একক)	Y দ্রব্য (একক)
০	৩০
২০	২০
৩০	০

টা. কো. '১৭' প্রশ্ন নং ১/

- নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা কী? ১
- অভাব পূরণে নির্বাচন সমস্যা দেখা দেয় কেন? ২
- উদ্দীপকের আলোকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
- (X = ১০ একক, Y = ১০ একক) এবং (X = ৮০ একক, Y = ২০ একক) সংমিশ্রণে উৎপাদনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা হলো এমন এক ধরনের অর্থব্যবস্থা যেখানে দেশের যাবতীয় সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানায থাকে এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অধীনে অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত হয়।

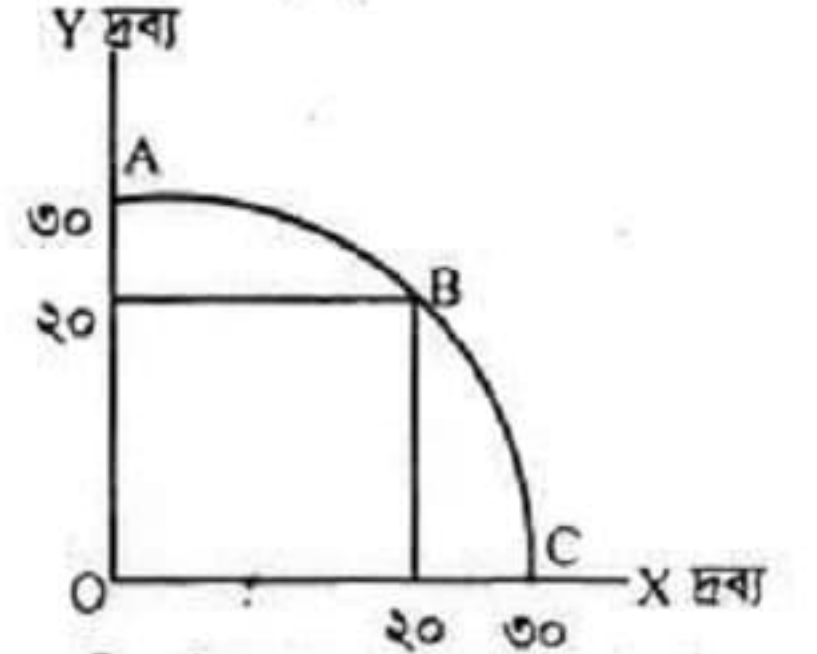
খ. সমাজে অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমিত হওয়ায় নির্বাচন সমস্যা দেখা দেয়।

মানুষের অভাব অসীম। কিন্তু এই অভাব পূরণের সম্পদ সীমিত। তাই কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সকল অভাব একসাথে পূরণ করা সম্ভব হয় না। আবার সকল অভাব সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই ব্যক্তিকে তার অভাবের গুরুত্ব অনুসারে কোনো অভাব আগে এবং কোনো অভাব পরে পূরণ করতে হয়। এভাবেই মূলত, অভাব পূরণে নির্বাচন সমস্যা দেখা দেয়।

গ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করা হলো:

উপকরণের দক্ষ বণ্টনের মাধ্যমে দুটি পণ্যের উৎপাদনযোগ্য সংমিশ্রণ বিন্দুগুলো নিয়েই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC) সৃষ্টি হয়।

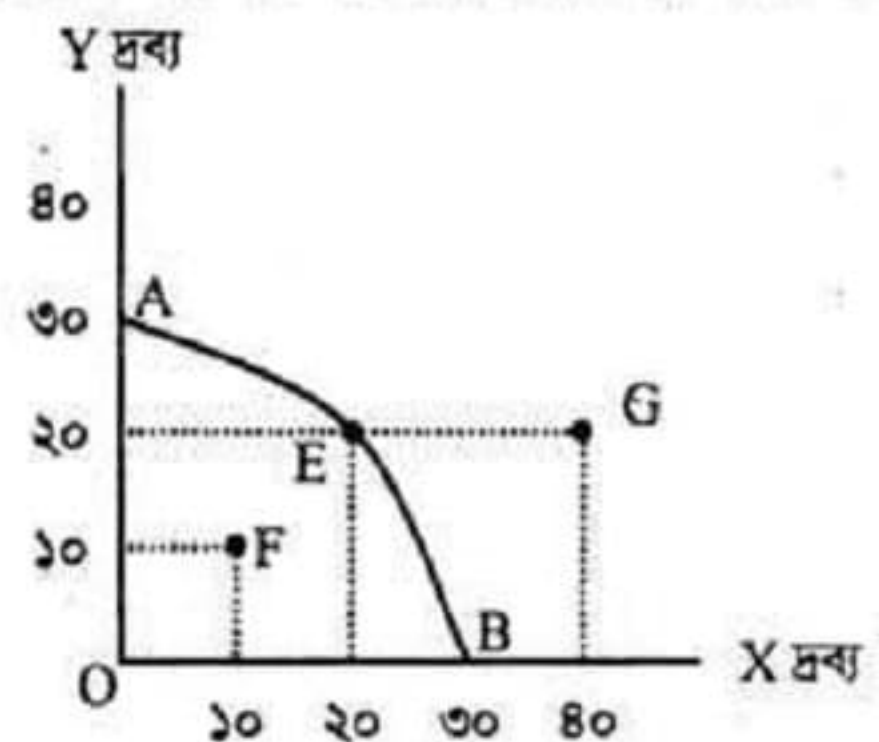
X দ্রব্য	Y দ্রব্য	বিন্দু
০	৩০	A
২০	২০	B
৩০	০	C



চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

প্রদত্ত সূত্রের আলোকে বর্তমান প্রযুক্তি ব্যবহার করে শুধু Y দ্রব্য উৎপাদন করা যায় ৩০ একক, যা A বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। আবার ২০ একক X দ্রব্য এবং ২০ একক Y দ্রব্য উৎপাদন করা যায় B বিন্দুতে। এরপর C বিন্দুতে Y দ্রব্য উৎপাদন না করে শুধু X দ্রব্য উৎপাদন করা যায় ৩০ একক। এখন প্রাপ্ত A, B, C বিন্দুগুলো যোগ করে AC উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা পাওয়া যায়। এটিই উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

ঘ. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার F (X = ১০ একক ও Y = ১০ একক) বিন্দু অদক্ষ অঞ্চল এবং G (X = ৮০ একক ও Y = ২০ একক) অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় উৎপাদন সম্ভব নয়।



চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার অদক্ষ ও অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চল

উপরের চিত্রটির F বিন্দুতে X ও Y দ্রব্যের ১০ একক উৎপাদন নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে এটি একটি অদক্ষ সংমিশ্রণ। অর্থাৎ যখন $X = ১০$ একক এবং $Y = ১০$ একক তখন F বিন্দু পাওয়া যায়; এটি গ্রহণযোগ্য অঙ্কলের মধ্যে পড়েও এখানে সম্পদ অব্যবহৃত থাকবে এবং সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করবে।

আবার, G বিন্দুটি (X দ্রব্য ৪০ একক এবং Y দ্রব্য ২০ একক) অঙ্কিত হলেও এটি অর্জনযোগ্য নয়। কারণ প্রদত্ত উপকরণ বা প্রযুক্তিতে G বিন্দুতে উৎপাদন করা সম্ভব নয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার F বিন্দুতে উৎপাদন সম্ভব হলেও উপকরণ বর্টন অদক্ষ হওয়ায় উৎপাদন যুক্তিযুক্ত নয় এবং G বিন্দুতে উৎপাদন কাক্ষিত হলেও বিদ্যমান উপকরণের স্বল্পতার জন্য উৎপাদন সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ৮ নিচে X ও Y দ্রব্যের উৎপাদনের বিভিন্ন সংমিশ্রণ দেখানো হলো—

X-দ্রব্য (একক)	Y-দ্রব্য (একক)	সংমিশ্রণ
০	৩	A
২	২	B
৩	০	C

(রা. বো. '১৭ প্রশ্ন নং ১)

- ব্যক্তিক অর্থনীতি কী? ১
- 'সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতাই অর্থনৈতিক সমস্যার মূল কারণ।'— ব্যাখ্যা করো। ২
- উদ্দীপকের সূচিটি ব্যবহার করে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
- চিত্রের সাহায্যে ($X = ১$, $Y = ২$) এবং ($X = ৩$, $Y = ০$) বিন্দু দুটির তুলনা করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থশাস্ত্রের যে শাখায় অর্থনীতির অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে ব্যক্তিক অর্থনীতি বলে।

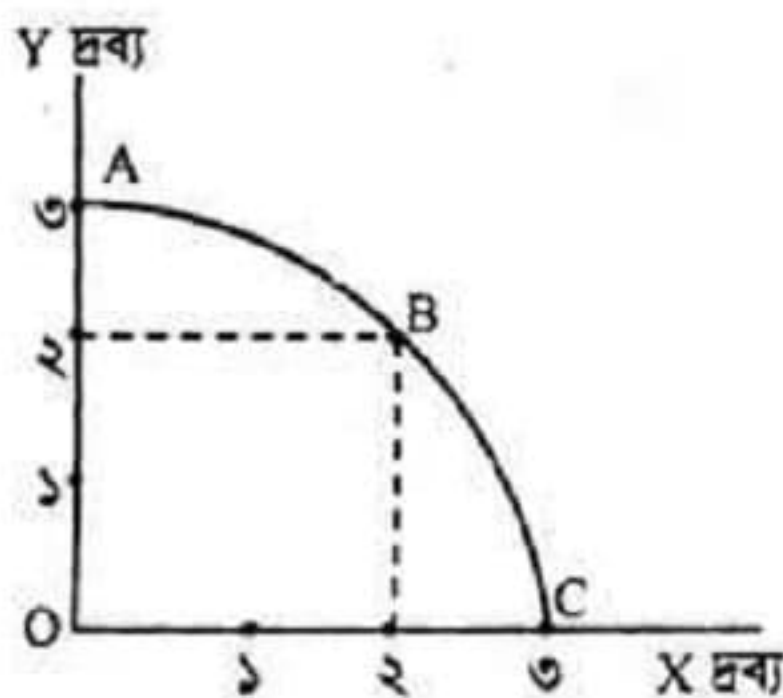
খ দুষ্প্রাপ্য সম্পদ কীভাবে ব্যবহার করে মানুষের অভাব পূরণ করা যায় তা থেকেই বেশিরভাগ অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি।

মানুষের প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ হলো: কী উৎপাদন করতে হবে, কীভাবে তা করতে হবে এবং কার জন্য তা করতে হবে। এ সমস্যাসমূহ উদ্ভবের কারণ হলো মানুষের অক্ষরন্ত অভাবের তুলনায় সম্পদের স্বল্পতা বা দুষ্প্রাপ্যতা। সম্পদ যদি অসীম হতো তবে মানুষের জন্য সব কিছুই উৎপাদন করা যেত এবং কোনো সমস্যা থাকত না। তাই বলা যায়, সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা অর্থনৈতিক সমস্যার মূল কারণ।

গ উদ্দীপকে প্রদত্ত উৎপাদন সম্ভাবনা সূচিটি ব্যবহার করে নিচে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করা হলো:

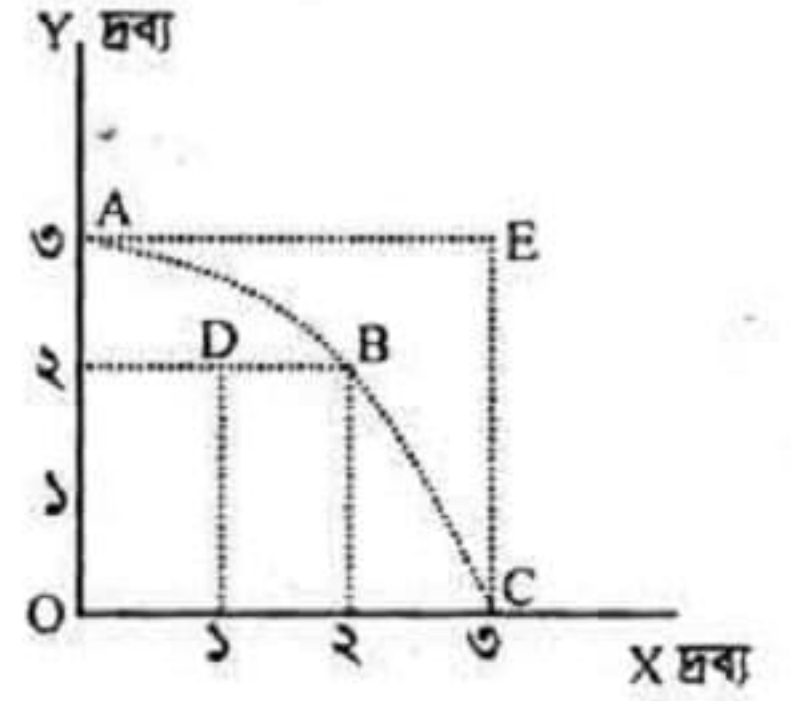
চিত্রে, ভূমি অক্ষে X দ্রব্য এবং লম্ব অক্ষে Y দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে। সূচিতে দেখা যায়, প্রদত্ত সম্পদের দ্বারা প্রচলিত প্রযুক্তির অধীনে X দ্রব্যের ০ একক ও Y দ্রব্যের ৩ একক উৎপাদন করা যায় চিত্রে যা A বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে।

আবার X দ্রব্যের ২ ও ৩ একক উৎপাদন করলে Y দ্রব্যের উৎপাদন হয় যথাক্রমে ২ একক ও ০ একক যা চিত্রে যথাক্রমে B ও C বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন X ও Y দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণের বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশক A, B ও C বিন্দুগুলো যুক্ত করে AC রেখাটি টানি। এটিই হলো উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচির ভিত্তিতে অঙ্কিত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।



ঘ প্রশ্নের উত্তরদানের প্রয়োজনে প্রদত্ত উৎপাদন সম্ভাবনা সূচির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে প্রথমে AC উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাটি পুনর্বীর অঙ্কন করা হলো। এখন চিত্রে দুটি বিন্দু D ও E নেওয়া হলো যার স্থানাঙ্ক যথাক্রমে হলো: ($X = ১$, $Y = ২$) এবং ($X = ৩$, $Y = ০$)। এখন D ও E বিন্দু দুটির তুলনা করা যায়।

- D বিন্দুতে X দ্রব্যের ১ একক ও Y দ্রব্যের ২ একক উৎপাদন নির্দেশিত হয়, যেখানে E বিন্দুতে X দ্রব্যের ৩ একক ও Y দ্রব্যের ০ একক উৎপাদন নির্দেশিত হয়। E বিন্দুতে উৎপাদনের পরিমাণ D বিন্দু নির্দেশিত উৎপাদনের চেয়ে বেশি।
- D বিন্দুটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা AC এর অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত; E বিন্দু AC রেখার বাইরে অবস্থিত।
- D বিন্দুটি AC রেখার অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত হওয়ায় তা উৎপাদনের অদক্ষ অঙ্কল দেখায় সেখানে প্রদত্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হয়নি কিংবা অপচয় ঘটে। অন্যদিকে E বিন্দু AC রেখার বাইরে অবস্থিত হওয়ায় তা উৎপাদনের অ-অর্জনযোগ্য অঙ্কলে অবস্থিত। এ বিন্দুটি প্রদত্ত সম্পদের চেয়ে অধিক সম্পদ ব্যবহার নির্দেশ করে যা বাস্তবে অর্জনযোগ্য নয়।
- সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও সম্ভাবনা রয়েছে এমন অবস্থা E বিন্দু দ্বারা প্রকাশ পায়। এ বিন্দু উৎপাদককে আরও তৎপর ও উদ্যোগী হতে বলে। অন্যদিকে, D বিন্দু উৎপাদককে সম্পদ ব্যবহারের বেলায় সতর্ক ও যত্নবান হতে বলে এবং তাকে দক্ষতা বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করে।



প্রশ্ন ৯ মানুষের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা ৩টি। প্রতিটি সমাজের মানুষকে এ সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এ সব সমস্যার বিভিন্ন সমাধান রয়েছে। তবে ধনাত্মক অর্থব্যবস্থায় দামব্যবস্থার মাধ্যমে এর সমাধান করা হয়। (রা. বো. '১৭ প্রশ্ন নং ১)

- দুষ্প্রাপ্যতা কী? ১
- সুযোগ ব্যয়ের উদ্ভব ঘটে কেন? ২
- উদ্দীপকে বর্ণিত অর্থনৈতিক সমস্যা ব্যাখ্যা করো। ৩
- 'উদ্দীপকে উল্লিখিত অর্থব্যবস্থায় যে পদ্ধতির সাহায্যে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা হয় তা কি যথেষ্ট? তোমার মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক অভাবের তুলনায় সম্পদের স্বল্পতা বা অপরিপূর্ণতাকেই অর্থনীতিতে দুষ্প্রাপ্যতা (Scarcity) বলে।

খ মানুষের অভাব অসীম কিন্তু সম্পদ সীমিত হওয়ার দরুন নির্বাচন সমস্যায় পড়তে হয়। মূলত এখান থেকেই সুযোগ ব্যয় ধারণার সৃষ্টি।

কোনো একটি দ্রব্য পাওয়ার জন্য অন্য দ্রব্যটির উৎপাদন/ভোগ যে পরিমাণ ত্যাগ করতে হয়, এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো প্রথম দ্রব্যটির সুযোগ ব্যয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এক বিঘা জমিতে ধান চাষ করলে বিশ কুইন্টাল ধান উৎপাদন করা যায়। আবার পাট চাষ করলে দশ কুইন্টাল পাট উৎপাদন করা যেত। এক্ষেত্রে বিশ কুইন্টাল ধানের সুযোগ ব্যয় হলো দশ কুইন্টাল পাট।

গ উদ্দীপকে মানুষের প্রধান ৩টি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার কথা বলা হয়েছে। অভাবের অসীমতা ও সম্পদের স্বল্পতার জন্য মানবজীবনে এসব অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এগুলো হলো— কী উৎপাদন করা হবে, কীভাবে উৎপাদন করা হবে এবং কার জন্য উৎপাদন করা হবে। নিচে এসব সমস্যা ব্যাখ্যা করা হলো—

১. কী উৎপাদন করা হবে: সম্পদের স্বল্পতার জন্য ব্যক্তি বা সমাজ তার প্রয়োজনীয় সব দ্রব্য এক সাথে উৎপাদন করতে পারে না। সেজন্য অভাবের গুরুত্ব অনুসারে স্থির করতে হয়— কোন কোন দ্রব্য, কী পরিমাণে উৎপাদন করা দরকার। সম্পদ নিতান্তই কম বলে একটি দ্রব্য উৎপাদন করতে গেলে অন্যটি হাতছাড়া করতে হয়। কাজেই কোন কোন দ্রব্য, কী পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে তা নির্ধারণ করাই হলো যেকোনো সমাজের অন্যতম মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা।

২. কীভাবে উৎপাদন করা হবে: এটি হলো সমাজের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যা। কোন দ্রব্য, কী পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে এর পরেই এ সমস্যাটি দেখা দেয়। এক্ষেত্রে নির্বাচিত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কী কী উপকরণ, কী কী অনুপাতে এবং কোন প্রযুক্তি বা পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে তা নির্ধারণ করতে হয়। এটি একটি বিরাট সমস্যা যা সুষ্ঠুভাবে সমাধান করতে না পারলে সর্বাধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

৩. কার জন্য উৎপাদন করা হবে: সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ থাকে। সকল মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এক রকম নয়। এক্ষেত্রে কোন দ্রব্য কোন শ্রেণির মানুষের জন্য উৎপাদন করা হবে তা নির্ধারণ করাও একটি জটিল সমস্যা।

৪. উদ্দীপকে ধনতাত্ত্বিক অর্থনীতিতে দামব্যবস্থার মাধ্যমে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সমাধানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, এরূপ সমাধান যথেষ্ট নয়।

দাম প্রক্রিয়ার বদৌলতে ধনতাত্ত্বিক অর্থনীতিতে স্বার্থপর ও মুনাফাখোর উৎপাদকারী/ব্যবসায়ীরা ভোক্তা সাধারণের কাছ থেকে সর্বোচ্চ দাম আদায় করে এবং শ্রমিকদেরকে ন্যূনতম মজুরি দেয়। এর ফলে ভোক্তা ও শ্রমিক উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দামব্যবস্থা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা করে সামাজিক স্বার্থ/কল্যাণের জলাঞ্জলি দেয়।

দামব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত ধনতাত্ত্বিক অর্থনীতিতে ভোক্তারা স্বাধীন থাকে। প্রকৃতপক্ষে এখানে চটকদার বিজ্ঞাপন, ধূর্ত বিক্রয় প্রতিনিধি, দ্রব্যের কৃত্রিম দুষ্প্রাপ্যতা, বাজারের দূরত্ব ইত্যাদি দ্বারা প্রতিনিয়তই ভোক্তাগণ প্রতারিত হয়। যে কারণে ভোক্তাকে পুরোপুরি স্বাধীন বলা যায় না।

তাহাড়া দাম প্রক্রিয়া সমাজে আয়-বৈষম্য বাড়ায়। ধনীরা অধিক দামে তাদের পছন্দসই দ্রব্যাদি ক্রয় এবং সম্পদ কুক্ষিগত করে বিলাসী জীবনযাপন করে। অনেকে আবার মনে করেন, দামব্যবস্থা খরচ ও উপকার ঠিকমতো পরিমাপ করতে পারে না। এটি কেবল উৎপাদনকারীদের খরচের হিসাব রাখে, কিন্তু কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে গিয়ে সমাজ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হলো তার হিসাব রাখে না। এছাড়া দামব্যবস্থা ব্যক্তিগত চাহিদা প্রকাশ করে, সামাজিক চাহিদা নয়।

উপরিউক্ত অসুবিধাগুলোর আলোকে বলা যায়, ধনতাত্ত্বিক অর্থব্যবস্থায় দামব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন ৬ মি. রহিম একজন যুক্তিবাদী কৃষক। তার ১০ একর জমির ধান ও পাট উৎপাদন নিম্নরূপ—

জমির পরিমাণ	ধান মে. টন	পাট মে. টন
১০ (একর)	৩০	০
১০ "	২৫	১৫
১০ "	২০	২৫
১০ "	১০	৩০
১০ "	০	৩২

ক/ক. ১৭/১৭ নং ১/

- ক. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১
- খ. 'দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন' কীভাবে সম্পর্কিত? ২
- গ. মি. রহিমের ধান ও পাটের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাটি উদ্দীপকের ভিত্তিতে অঙ্কন করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে মি. রহিম ১০ মে. টন ধানে ১৫ মে. টন পাট উৎপাদন করবে না কেন? মতামত দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

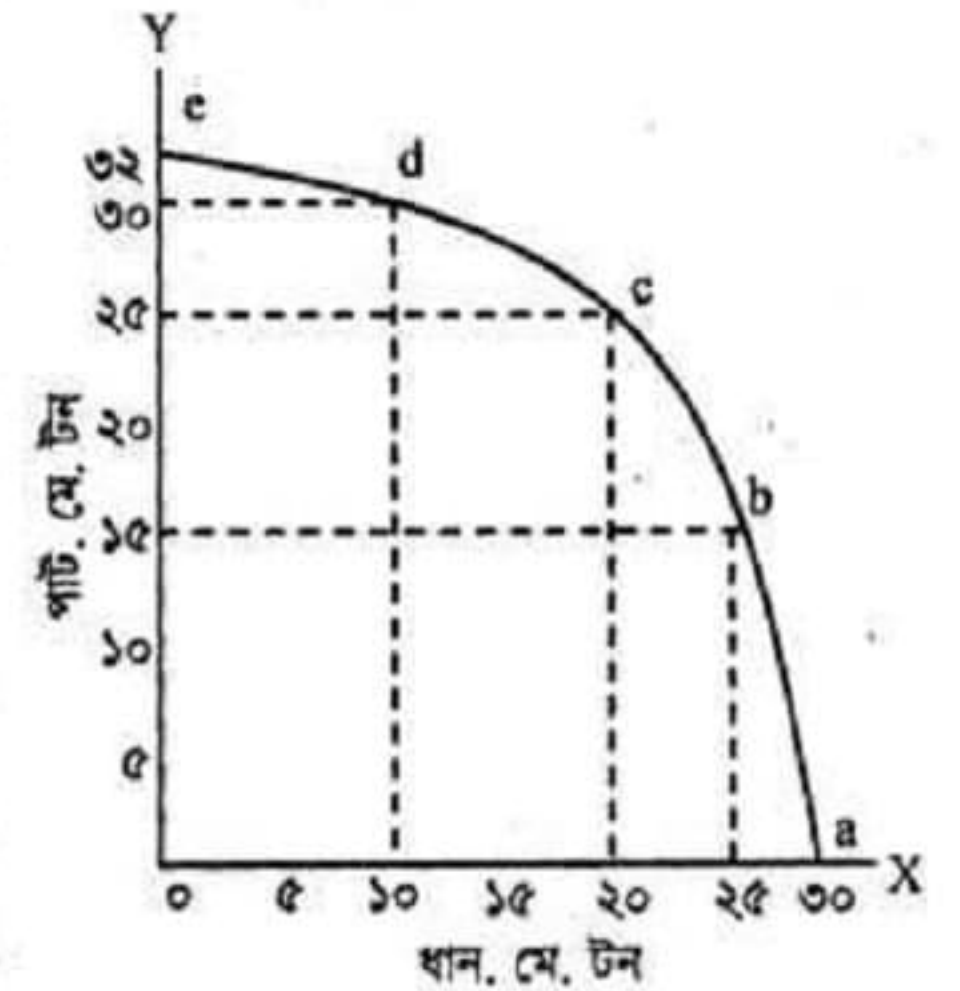
ক নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা হলো এমন এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে দেশের যাবতীয় সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের অধীনে অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত হয়।

খ অর্থনীতিতে দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন ধারণা দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।

মানুষের সব অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে রয়েছে দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন। মানুষের অসংখ্য অভাবের তুলনায় সম্পদের সীমাবদ্ধতাই হলো দুষ্প্রাপ্যতা। অপরদিকে, অসংখ্য অভাবের মধ্য থেকে গুরুত্ব অনুসারে কিছু অভাবের বাছাই হলো নির্বাচন। তাই মানুষকে সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতার জন্যই অসীম অভাবকে তীব্রতার মাত্রানুসারে নির্বাচন করতে হয়।

গ উদ্দীপকের প্রদত্ত উৎপাদন সম্ভাবনা সূচিটি ব্যবহার করে মি. রহিমের ধান ও পাটের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করা হলো।

চিত্রে ভূমি (OX) অক্ষে ধান এবং লম্ব (OY) অক্ষে পাট উৎপাদনের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে। সূচিতে দেখা যায়, প্রদত্ত সম্পদ দ্বারা প্রচলিত প্রযুক্তির অধীনে ৩০ মে. টন ধান ও ০ মে. টন পাট উৎপাদন করা যায়, চিত্রে যা a দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। আবার ২৫, ২০, ১০ ও ০ মে. টন ধান উৎপাদন করলে পাট যথাক্রমে ১৫, ২৫, ৩০, ০ মে. টন উৎপাদন করা যায় যা চিত্রে যথাক্রমে b, c, d ও e



বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন ধান ও পাট উৎপাদনের পরিমাণে বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশক a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যুক্ত করে ac রেখাটি টানি। এটিই হলো উদ্দীপকের প্রদত্ত সূচির ভিত্তিতে অঙ্কিত মি. রহিমের ধান ও পাটের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

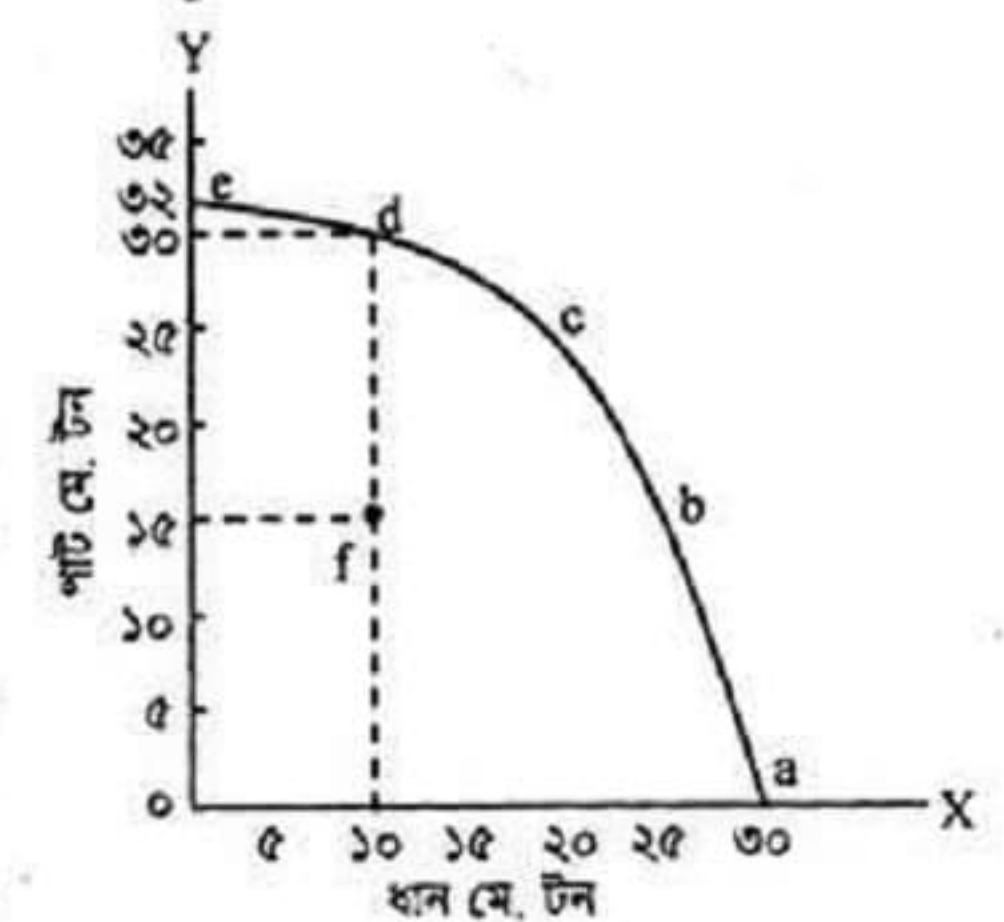
ঘ প্রশ্নের উত্তর দানের প্রয়োজনে প্রদত্ত উৎপাদন সম্ভাবনা সূচির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে প্রথমে মি. রহিমের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাটি আবার অঙ্কন করি। এখন চিত্রে একটি বিন্দু f নেওয়া হলো যার স্থানাঙ্ক হলো যথাক্রমে X = ১০ (মে. টন ধান) এবং Y = ১৫ (মে. টন পাট)। এখন উৎপাদনের এ বিন্দুটিতে মি. রহিম উৎপাদন করবে না কেন সে সম্পর্কে আমার মতামত দেওয়া হলো:

প্রদত্ত চিত্রটি লক্ষ করলে দেখা যায়, f বিন্দুটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা ac এর অভ্যন্তর ভাগে অবস্থিত। এ বিন্দুর

অবস্থান এমন হওয়ায়, তা প্রদত্ত সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার কিংবা অপচয় নির্দেশ করে।

মি. রহিমের কাছে যে সম্পদ আছে সে তার সুষ্ঠু ব্যবহার করেনি। প্রদত্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করলে সে ১০ মে. টন ধানে ৩০ মে. টন পাট উৎপাদন করতে পারতো। অধিক পাট উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সে তা গ্রহণ করেনি। তাই এ বিন্দু মি. রহিমকে প্রদত্ত সম্পদ ব্যবহারে আরও তৎপর ও উদ্যোগী হতে বাধ্য করে এবং তার দক্ষতা বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করে।

কাজেই বলা যায়, মি. রহিম ১০ মে. টন ধানে ১৫ মে. টন পাট উৎপাদন করবে না।



প্রশ্ন ৭ 'A' দেশের নাগরিক মি. কলিঙ্গ স্ব-উদ্যোগে উৎপাদন ও ব্যবসা পরিচালনা করছেন। সেদেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতসহ সকল খাতই ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয় এবং অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাম নির্ধারিত হয়। ব্যবসার প্রয়োজনে তিনি অন্য একটি দেশ 'B'-তে গিয়ে সে দেশের অর্থনীতির উল্টো চিত্র অবলোকন করলেন। 'B' দেশে উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টন সবই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

/সি. বো. ১৭/ প্রশ্ন নং ১/

- ক. ব্যক্তিক অর্থনীতি কী? ১
- খ. নির্বাচন সমস্যা উদ্ভবের কারণ কী? ২
- গ. 'A' দেশের অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ণয় করে এর তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখ। ৩
- ঘ. শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'A' ও 'B' দু'দেশের অর্থব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির যে শাখায় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষুদ্র এককের বা গ্রুপের অর্থনৈতিক আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়, তাই ব্যক্তিক অর্থনীতি।

খ সম্পদের স্বল্পতাই নির্বাচন সমস্যা উদ্ভবের প্রধান কারণ। অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমিত, এ সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও অপচয় রোধ করা দরকার। এ কাজ করতে গিয়ে অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়, তা হলো নির্বাচন সমস্যা। নির্বাচন সমস্যা বলতে বোঝায়, সম্পদের এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে তার দ্বারা সমাজের বেশিরভাগ লোকের অধিকাংশ অভাব পূরণ করা। তবে সম্পদের স্বল্পতার কারণে মানুষের সকল অভাব পূরণ করা সম্ভব হয় না। তাই কোন অভাবগুলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রথমে পূরণ করতে হবে তা নির্বাচন করতে হয়। অর্থাৎ সীমিত সম্পদ ও অসীম অভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে নির্বাচন সমস্যার উদ্ভব হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' দেশের অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি হলো ধনতান্ত্রিক। নিম্নে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:

১. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। ব্যক্তি তার প্রয়োজনমতো স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হতে পারে। একজন ব্যক্তি তার কর্মতৎপরতার মাধ্যমে যত ইচ্ছা সম্পদ ভোগ করতে পারে তাতে কোনো বাধা নেই।
 ২. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এখানে মুনাফা অর্জনের প্রত্যাশায় সব বিনিয়োগকারীই অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে।
 ৩. ব্যক্তিস্বার্থ ও পছন্দের স্বাধীনতা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাবের কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়।
- উদ্দীপকে আলোচিত 'A' দেশে উৎপাদন কার্যক্রম ও ব্যবসা পরিচালিত হয় ব্যক্তিগত উদ্যোগে। তাছাড়া সেখানে অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার দাম নির্ধারিত হয়। সুতরাং বলা যায়, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় যে সকল বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা উদ্দীপকে আলোচিত 'A' দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায় 'A' দেশের অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি ধনতান্ত্রিক।

ঘ উদ্দীপকে 'A' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ও 'B' দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'A' ও 'B' দেশের অর্থব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম মূলত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এ অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত। তাছাড়া উৎপাদন ব্যবস্থায় সরকারি হস্তক্ষেপ না থাকায় উৎপাদনকারী তার ইচ্ছামতো পণ্য উৎপাদন করে থাকে। এখানে জনকল্যাণের কথা বিবেচনা করা হয় না। ফলে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়

সমাজে আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয় না। এ কারণেই ধনী শ্রেণি আরও ধনী হয় ও দরিদ্র শ্রেণি আরও বেশি দরিদ্র হতে থাকে। এভাবে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সমাজে শ্রেণিবৈষম্যের সৃষ্টি করে।

অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় জনকল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে। এক্ষেত্রে সম্পদের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত। উৎপাদনের সকল উদ্যোগ রাষ্ট্রই গ্রহণ করে। এখানে ভোক্তা নিজের ইচ্ছামতো দ্রব্য ভোগ করতে পারে না। এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালিত হয় যাতে সমাজের সকল ব্যক্তি উৎপাদিত পণ্য ও সেবা সমানভাবে ভোগ করতে পারে। এ ব্যবস্থায় সম্পদ ও উৎপাদনের সকল উপকরণের ওপর সামাজিক মালিকানা বজায় থাকে বলে আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়। ফলে সমাজে শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি হয় না।

উদ্দীপকে আলোচিত 'A' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। এ দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাতসহ প্রায় সকল খাতই ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত। তাই 'A' দেশে পরিচালিত অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয় না। যা কিনা শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে, 'B' দেশের অর্থব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক। এদেশে উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টন সবই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ফলে সমাজে আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন ঘটে, যা সমাজে শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টিতে বাধা দেয়।

প্রশ্ন ৮ নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ও প্রযুক্তির সাহায্যে X ও Y দ্রব্য উৎপাদনের বিভিন্ন সংমিশ্রণ নিচের তালিকায় দেওয়া হলো:

X দ্রব্য	Y দ্রব্য	সংমিশ্রণ
০	১০০	A
৪০	৯০	B
৮০	৬০	C
১২০	০	D

/সি. বো. ১৭/ প্রশ্ন নং ১/

- ক. অর্থনীতিতে দুঃপ্রাপ্যতা বলতে কী বোঝায়? ১
- খ. ব্যক্তিক অর্থনীতিকে কি সামষ্টিক অর্থনীতি থেকে পৃথক করা যায়? ২
- গ. উপরের উদ্দীপক হতে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC) অঙ্কন করো। ৩
- ঘ. যদি উৎপাদক ৪০ একক X দ্রব্যের সাথে ৬০ একক Y দ্রব্য উৎপাদন করতে চায়, তা কি তোমার দৃষ্টিতে যৌক্তিক হবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

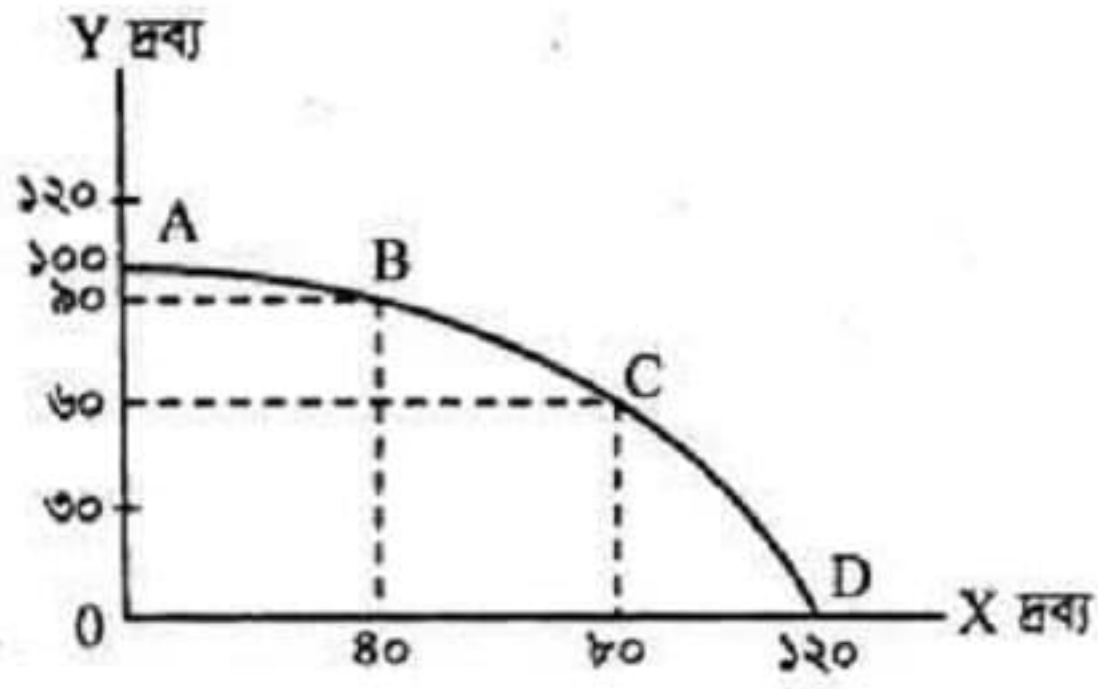
৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে দুঃপ্রাপ্যতা বলতে, মানুষ অভাব পূরণের জন্য যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ভোগ করতে চায় তা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত হওয়াকে বোঝায়।

খ ব্যক্তিক অর্থনীতিকে সামষ্টিক অর্থনীতি থেকে পৃথক করা যায় না। এরা একে অপরের পরিপূরক।

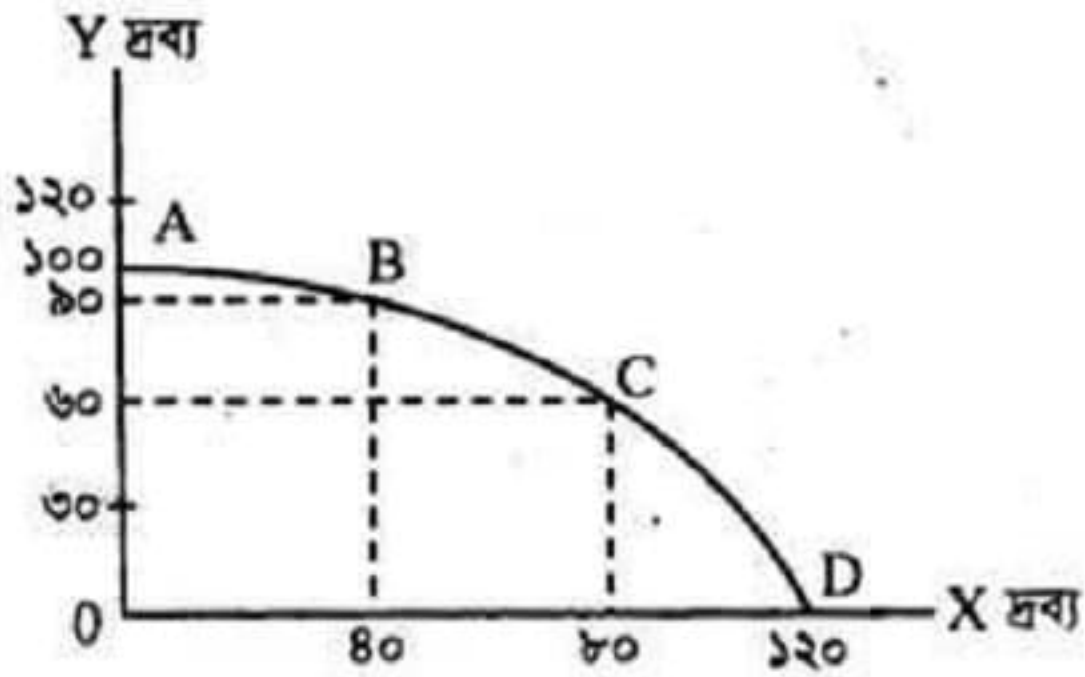
ব্যক্তিক অর্থনীতিতে অনেক সময় ক্ষুদ্রাংশের নির্ভুল বিশ্লেষণ হয় না বলে অর্থনৈতিক সমস্যার সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না। আবার ব্যক্তিক আলোচনা ছাড়া কেবল সামষ্টিক আলোচনা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য যথেষ্ট নয়। কাজেই কোনো অর্থনৈতিক সমস্যার পূর্ণ বিশ্লেষণের জন্য ব্যক্তিক বা সামষ্টিক যেকোনো একটির ওপর নির্ভর করা যায় না। অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি নির্ধারণ ও সঠিক বিশ্লেষণের জন্য উভয়ের বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। এ জন্য ব্যক্তিক অর্থনীতিকে সামষ্টিক অর্থনীতি থেকে পৃথক করা যায় না। এ প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ পল এ. স্যামুয়েলসন বলেন, 'ব্যক্তিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে কোনো মৌলিক বিরোধ নেই; উভয়ই অতীব প্রয়োজনীয়।'

৭. উদ্দীপকে প্রদত্ত উৎপাদন সূচিটি ব্যবহার করে নিচে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করা হলো।



চিত্রে ভূমি অক্ষে X দ্রব্য এবং লম্ব অক্ষে Y দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে। সূচিতে দেখা যায়, প্রদত্ত সম্পদ দ্বারা প্রচলিত প্রযুক্তির অধীনে X দ্রব্যের ০ একক ও Y দ্রব্যের ১০০ একক উৎপাদন করা যায় চিত্রে যা A বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। আবার X দ্রব্যের ৪০, ৮০ ও ১২০ একক উৎপাদন করলে Y দ্রব্যের উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৯০, ৬০ ও ০ একক যা চিত্রে যথাক্রমে B, C ও D বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন X ও Y দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণের বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশক A, B, C ও D বিন্দুগুলো যুক্ত করে AD রেখাটি টানি। এটিই হলো উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচির ভিত্তিতে অঙ্কিত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

৪. যদি উৎপাদক ৪০ একক X দ্রব্যের সাথে ৬০ একক Y দ্রব্য উৎপাদন করতে চায় আমার দৃষ্টিতে তা যৌক্তিক হবে না। যুক্তির প্রয়োজনে প্রদত্ত সূচির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে প্রথমে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা AD পুনর্ব্যবহার করি।



প্রদত্ত সম্পদ সাপেক্ষে X দ্রব্যের ৪০ একক ও Y দ্রব্যের ৬০ এককের সংমিশ্রণটি উৎপাদন করা যৌক্তিক হবে কিনা তা দেখা যাক। চিত্রে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে উৎপাদনের এ সংমিশ্রণ সূচক বিন্দু N চিহ্নিত করা হলো। চিত্রে দেখা যায়, N বিন্দুটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা AD-এর ভেতরে অদক্ষ অঞ্চলে অবস্থিত। এ বিন্দুতে উৎপাদন করা যৌক্তিক নয়; কারণ প্রচলিত প্রযুক্তি ও প্রদত্ত সম্পদ ব্যবহার করে এর চেয়ে অধিক পরিমাণ উৎপাদন অর্থাৎ X দ্রব্যের ৪০ একক এবং Y দ্রব্যের ৯০ একক উৎপাদন করা সম্ভব। চিত্রে এ অবস্থা B বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, যদি উৎপাদক ৪০ একক X দ্রব্যের সাথে ৬০ একক Y দ্রব্য উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেন তবে সে অবস্থা নিঃসন্দেহে অযৌক্তিক হবে।

প্রশ্ন ৯. মি. 'K' একজন সরকারি চাকরিজীবী। তিনি বাজারে চাল কিনতে গিয়ে দেখলেন যে, বাজারে চালের দাম কমে গেছে। তিনি ব্যবসায়ীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ব্যবসায়ী তাকে জানান যে, সরকার ১০ টাকা দরে চাল বিক্রি করায় বাজারে চালের দাম কমে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে চাহিদা ও যোগানের সমতার ভিত্তিতে দাম নির্ধারিত হয়।

/৪. বো. ১০। প্রশ্ন নং ১/

ক. দুস্প্রাপ্যতা কী?

১

খ. কোন অর্থব্যবস্থায় দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারের কোন ভূমিকা থাকে না?

২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. 'K'-এর দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির অর্থব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থার তুলনায় কোন দিক দিয়ে ভালো বলে তুমি মনে করো? ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক. অভাবের তুলনায় সম্পদের স্বল্পতা বা অপরিপূর্ণতাকেই অর্থনীতিতে দুস্প্রাপ্যতা (Scarcity) বলে।

খ. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারের কোনো ভূমিকা থাকে না।

ধনতন্ত্রে স্বয়ংক্রিয় মূল্যব্যবস্থা মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। এখানে সরকার বা অন্য কোনো উৎস থেকে দাম নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। বরং ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বাজারে পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়। বাজার চাহিদা ও বাজার যোগান পণ্য ও সেবার দাম নির্ধারণে ভূমিকা রাখে।

গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. 'K'-এর দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

যে অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা পাশাপাশি অবস্থান করে, তাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলে। ধনতন্ত্র ও নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার সংমিশ্রিত রূপই হলো মিশ্র অর্থব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থায় বাজার অর্থনীতির ধারণাকে উৎসাহিত করা হয়। বাজার চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে এখানে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু কোনো বিশেষ দ্রব্যের ক্ষেত্রে অথবা কোনো বিশেষ অবস্থায় সরকার দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করতে পারে।

উদ্দীপকের মি. 'K' একজন সরকারি চাকরিজীবী। তিনি বাজারে গিয়ে দেখলেন যে চালের দাম কমে গেছে। তিনি ব্যবসায়ীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ব্যবসায়ী তাকে জানান যে, সরকার ১০ টাকা দরে চাল বিক্রি করায় বাজারে চালের দাম কমে গেছে। এখানে দেখা যায় মি. 'K' এর দেশে চালের দাম চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হলেও সরকার কর্তৃক কম দামে চাল বিক্রি করায় বাজারে চালের দাম কমে গেছে। এখানে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা ও সরকারি দাম নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পাশাপাশি অবস্থান করেছে। সুতরাং বলা যায়, মি. 'K' এর দেশের অর্থব্যবস্থায় মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটিতে মিশ্র অর্থব্যবস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। নিম্নে মিশ্র অর্থব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার তুলনায় কোন দিক দিয়ে ভালো তা ব্যাখ্যা করা হলো—

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা পাশাপাশি অবস্থান করে। এ অর্থব্যবস্থায় চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। এখানে যেমন ভোক্তার স্বাধীনতা বিদ্যমান, তেমনি কোনো বিশেষ অবস্থায় বা কোনো বিশেষ দ্রব্যের ক্ষেত্রে সরকার দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

অন্যদিকে, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বিদ্যমান এবং সরকারি বাধা ছাড়াই অবাধে দাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাজারব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এ অর্থব্যবস্থায় আয় ও সম্পদ বণ্টনে চরম বৈষম্য বিরাজ করে। এখানে ধনিক শ্রেণি আরো ধনী হয় এবং দরিদ্র শ্রেণি আরো দরিদ্র হয়ে পড়ে।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মুনাফা অর্জনই ব্যবসায়ের প্রধান লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়। এজন্য পুঁজিপতিরা ভোক্তাকে জিম্মি করে বেশি দামে দ্রব্য বিক্রি করে কিন্তু কম মজুরি প্রদান করে শ্রমিকদের শোষণ করে। অন্যদিকে মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দামব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিক শোষণ বন্ধ করে থাকে। এ অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার দুর্বলতা পরিহার করে এবং সুবিধাগুলোর সমন্বয়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এসব কারণেই উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির অর্থব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থার চেয়ে ভালো।

প্রশ্ন ১০ মি. হারেক একজন সফল কৃষক। বর্তমানে তিনি কৃষিবিষয়ক আধুনিক প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তার স্বল্প জমিতে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে দুটি ফসলের চাষাবাদ করে ব্যাপক লাভবান হয়েছেন। তার সামর্থ্য সীমিত বিধায় তিনি তার অনেক স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারছেন না। আবার, সম্পদ যাতে অপচয় না হয় সেদিকে যত্নবান থেকে তিনি একটি পণ্যের ফলন বাড়িয়ে অন্যটির ফলন কমাতে পারেন।

(বি. বো. ১৭/১৯৮৮ নং ১)

- উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কী? ১
- উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ওপর কোন বিন্দুগুলো অধিক কাম্য বিন্দু? ২
- উদ্দীপকের আলোকে মি. হারেকের কৃষিবিষয়ক চাষাবাদ প্রক্রিয়াটি উৎপাদন সম্ভাবনা সূচির সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। ৩
- উদ্দীপকের আলোকে প্রাপ্ত সূচি থেকে কীভাবে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করবে? ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা হলো এমন একটি রেখা, যে রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তি সাপেক্ষে দুটি উৎপন্ন দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশ করে।

খ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরে অবস্থিত বিন্দুগুলো অধিক কাম্য বিন্দু।

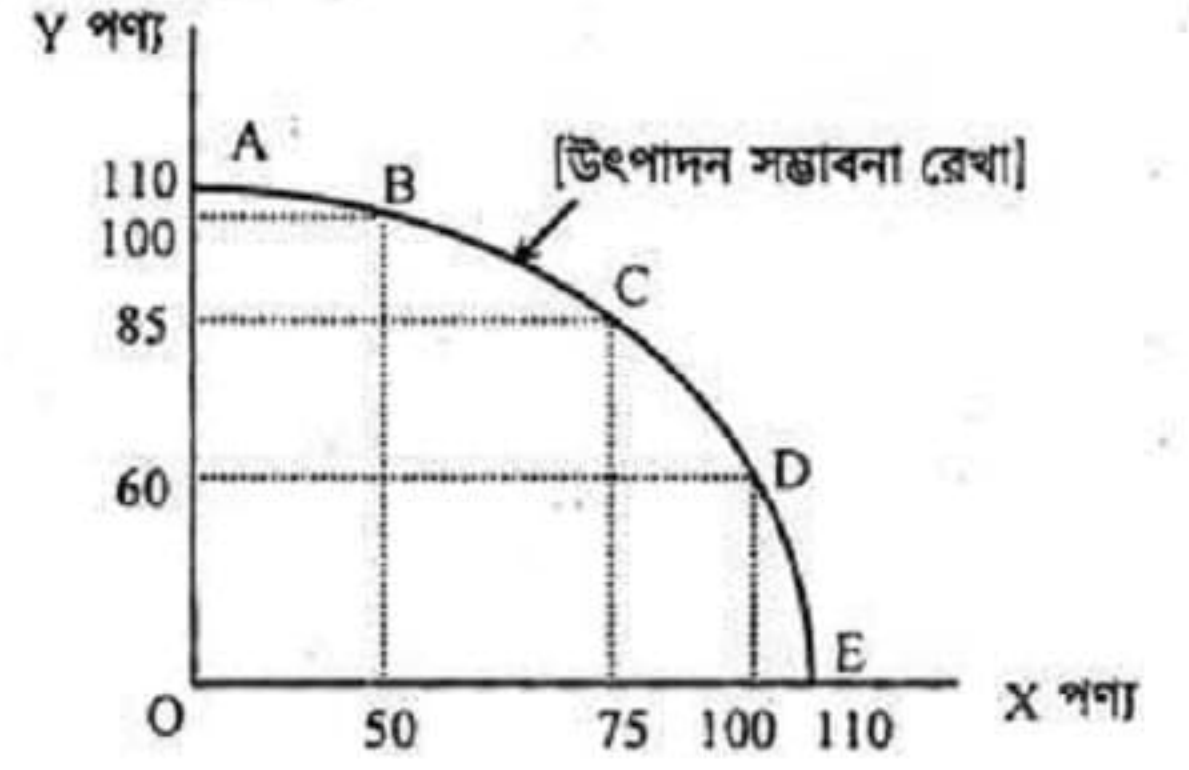
সীমিত সম্পদ এবং অসীম অভাবের কারণে সৃষ্টি হয় অভাবের। অর্থনীতির এ সমস্যাটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সাহায্যে দেখানো হয়। এ রেখার ভেতরের বিন্দু সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করে। কারণ ভেতরের বিন্দুতে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয় না। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বাইরের বিন্দু অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চলকে নির্দেশ করে। কারণ সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হলেও উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বাইরের বিন্দুতে উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরের বিন্দু সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করে। কারণ উক্ত বিন্দুগুলোতে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয়। সুতরাং, উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরের বিন্দুগুলোই অধিক কাম্য।

গ উদ্দীপকের মি. হারেক একজন সফল কৃষক। তিনি তার স্বল্প জমিতে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে দুটি ফসলের চাষাবাদ করেন। আবার, সম্পদের যাতে অপচয় না হয় সেদিকে যত্নবান থেকে তিনি একটি পণ্যের ফলন বাড়িয়ে অন্যটির ফলন কমাতে পারেন। উদ্দীপকের আলোকে মি. হারেকের কৃষিবিষয়ক চাষাবাদ প্রক্রিয়াটি একটি কাল্পনিক উৎপাদন সম্ভাবনা সূচির সাহায্যে নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

মি. হারেকের উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি		
সংমিশ্রণ	X পণ্য	Y পণ্য
A	0	110
B	50	100
C	75	85
D	100	60
E	110	0

উদ্দীপকে মি. হারেকের উৎপাদিত দুটি পণ্য X ও Y দ্বারা নির্দেশ করা হলো। তিনি একটি পণ্যের ফলন বাড়িয়ে অন্যটির ফলন কমাতে পারেন, যা উক্ত সূচির মাধ্যমে দেখানো হলো। উক্ত সূচিতে দেখা যায়, তিনি তার সমস্ত সম্পদ নিয়োগ করলে 110 একক X পণ্য অথবা 110 একক Y পণ্য উৎপাদন করতে পারেন। কিন্তু তার X ও Y দুটি পণ্যেরই প্রয়োজন থাকায় তিনি X এর কিছু পরিমাণ ও Y এর কিছু পরিমাণ উৎপাদন করতে পারেন। এখন তিনি X ও Y পণ্যের অভাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুযায়ী উক্ত সূচির B, C ও D বিন্দুর কোন সংমিশ্রণটি উৎপাদন করবেন তা স্থির করবেন। অর্থাৎ X ও Y পণ্যের আপেক্ষিক গুরুত্বের দ্বারাই নির্ধারিত হয় তিনি B বিন্দুতে 50 একক X দ্রব্য অথবা 100 একক Y দ্রব্য, নাকি C বিন্দুতে 75 একক X দ্রব্য অথবা 85 একক Y দ্রব্য এবং D বিন্দুতে 100 একক X দ্রব্য অথবা 60 একক Y দ্রব্য উৎপাদন করবেন। এটিই হলো উদ্দীপকে বর্ণিত মি. হারেকের উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি।

ঘ উপরে তৈরিকৃত সূচিটির ভিত্তিতে নিচে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করা হলো—



চিত্রে ভূমি অক্ষে X পণ্য ও লব্ধ অক্ষে Y পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে। উৎপাদন সম্ভাবনা সূচিটি অনুযায়ী, প্রদত্ত সম্পদ দ্বারা প্রচলিত প্রযুক্তির অধীনে X পণ্যের 0 একক ও Y পণ্যের 110 একক উৎপাদিত হয়। চিত্রে যা A বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। আবার, একইভাবে সমপরিমাণ সম্পদ দ্বারা B সংমিশ্রণ অর্থাৎ X পণ্যের 50 একক ও Y পণ্যের 100 একক (চিত্রে B বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত)। C সংমিশ্রণ তথা X পণ্যের 75 একক ও Y পণ্যের 85 একক (চিত্রে C বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত)। D সংমিশ্রণ তথা X পণ্যের 100 একক এবং Y পণ্যের 60 একক (চিত্রে D বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত) এবং E সংমিশ্রণ অর্থাৎ X পণ্যের 110 একক ও Y পণ্যের 0 একক (E বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত) উৎপাদিত হয়। এখন X ও Y পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশক A, B, C, D ও E বিন্দুগুলো যুক্ত করে AE রেখাটি টানা হলো। এটিই হলো উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে অঙ্কিত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

প্রশ্ন ১১ জনাব মুকুল 'A' দেশে বাংলাদেশি দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পেলেন। তিনি দেখতে পেলেন 'A' দেশে সকল সম্পদের মালিক রাষ্ট্র। সে দেশের নাগরিকেরা যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করেন এবং কাজের পরিমাণ অনুযায়ী মজুরি পান। সেখানে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে উৎপাদন ও বণ্টন পরিচালিত হয়। অথচ বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

(বি. বো. ১৬/১৯৮৮ নং ১)

- নির্বাচন বলতে কী বোঝায়? ১
- 'সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রেণি বৈষম্য সৃষ্টি করে'— ব্যাখ্যা করো। ২
- 'A' দেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থা কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ৩
- 'A' দেশে বাংলাদেশের অনুরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলন করতে হলে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে তুমি মনে করো? ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্পদের স্বল্পতার প্রেক্ষিতে অনেকগুলো অভাবের মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় অভাবগুলো বাছাই করার পন্থাকে নির্বাচন বলে।

খ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দেশের সম্পদের বেশির ভাগই কিছু পুঁজিপতি ও উদ্যোক্তাদের মালিকানায় থাকে বলে শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি হয়। পুঁজিপতিরা দরিদ্র শ্রমিকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কম মজুরিতে তাদের কাজে নিয়োজিত করে এবং মজুরির উদ্বৃত্ত অংশ আত্মসাৎ করে। এ প্রক্রিয়ায় একদিকে পুঁজিপতিরা যেমন অধিক ধনসম্পদের মালিক হয়ে ওঠে, অন্যদিকে দরিদ্র শ্রমিকরা দারিদ্র্য অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। এর ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণির উদ্ভব ঘটে এবং শ্রেণিবৈষম্য দেখা দেয়।

গ 'A' দেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থা নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার (সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা) সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

যে অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বা সরকারি মালিকানা হলে, তাকে নির্দেশমূলক

অর্থব্যবস্থা বলে। এ ধরনের অর্থব্যবস্থায় মুনাফা অর্জন নয় বরং সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করতেই যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এ অর্থব্যবস্থায় সব অর্থনৈতিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় সব সম্পদের মালিক রাষ্ট্র হওয়ায় শ্রমিক তার কাজের ন্যায্যমূল্য পায়। তাছাড়া এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন ও বণ্টন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয় বলে রাষ্ট্রের কেউ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী কোনো দ্রব্য ভোগ করতে পারে না। তেমনি 'A' দেশেও সব সম্পদের মালিক রাষ্ট্র। সে দেশের নাগরিকরা যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করে থাকে এবং কাজের পরিমাণ অনুযায়ী মজুরি পায়। সেখানে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে উৎপাদন ও বণ্টন পরিচালিত হয়।

অতএব বলা যায়, উদ্দীপকের 'A' দেশটির সাথে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ 'A' দেশের অর্থব্যবস্থা নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আর বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা হলো মিশ্র অর্থব্যবস্থা। তাই 'A' দেশের অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অনুরূপ অর্থব্যবস্থা প্রচলন করতে হলে যেসব ভিন্নমুখী পরিবর্তন সাধন করতে হবে সে সম্পর্কে আমার মতামত নিচে ব্যক্ত করা হলো:

সম্পদের মালিকানা: নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানায় পরিবর্তন আনতে হবে। যেমন— রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত মিল-কলকারখানার পাশাপাশি ব্যক্তি-মালিকানায় মিল-কলকারখানা প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিতে হবে।

বিনিয়োগ: নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি প্রয়াসের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগের সুযোগ দিতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

পরিকল্পনা ও বাজার ব্যবস্থা কার্যকর করা: নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ছাড়াও বাজার প্রক্রিয়ায় মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সমাধানের সুযোগ থাকবে।

ভোগ ও উৎপাদন ক্ষেত্রে স্বাধীনতা: নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় ভোক্তারা ভোগের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে না। অন্যদিকে, মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ভোক্তা তার পছন্দ মতো দ্রব্য ভোগ করতে পারে। তাই উৎপাদন ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় নির্দেশনা না রেখে ভোক্তার পছন্দ অনুযায়ী উৎপাদন করতে হবে।

অবাধ প্রতিযোগিতা: মিশ্র অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। তাই সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সুতরাং বলা যায়, 'A' দেশের তথা নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবর্তনের মাধ্যমে 'A' দেশটিতে বাংলাদেশের ন্যায় অর্থব্যবস্থা প্রচলন করা যাবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ১২ 'A' ও 'B' দুটি দেশ। 'A' দেশের কৃষক রহিম সাহেব নিজ উদ্যোগেই বিভিন্ন ধরনের কৃষিপণ্য উৎপাদন করেন। তিনি ধান ও মশুর ডাল উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিলেন। এক্ষেত্রে রহিম সাহেব শুধু মশুর ডাল উৎপাদন করলে ৮০ একক উৎপাদন করতে পারেন। পরবর্তীতে প্রতি এককে ধান উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মশুর ডাল উৎপাদন করতে হলো যথাক্রমে ৭০, ৫০ ও ২০ একক; ধান উৎপাদন ৪ একক হলে মশুর ডাল উৎপাদন করতে পারে না। কিন্তু 'B' দেশের কৃষক করিম সাহেব নিজ উদ্যোগে রহিম সাহেবের মতো উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখে। এছাড়া 'B' দেশে সুদ, ঘুষ ও মজুতদারি ব্যবস্থা নেই। সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা খুবই মজবুত। কোনো প্রকার অপচয় ও বিলাসকে এখানে সমর্থন করা হয় না। তদুপরি, উপার্জন ও উৎপাদন হালাল ও হারামের বিধি-বিধান এখানে অনুসৃত হয়।

/রা. কো. ১৬/ প্রশ্ন নং ১/

ক. মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কী?

১

খ. 'ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ভোক্তার সার্বভৌমত্ব' ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে রহিম সাহেব-এর উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি দেশের অর্থব্যবস্থা একই নয়, ভিন্ন— আলোচনা করো। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

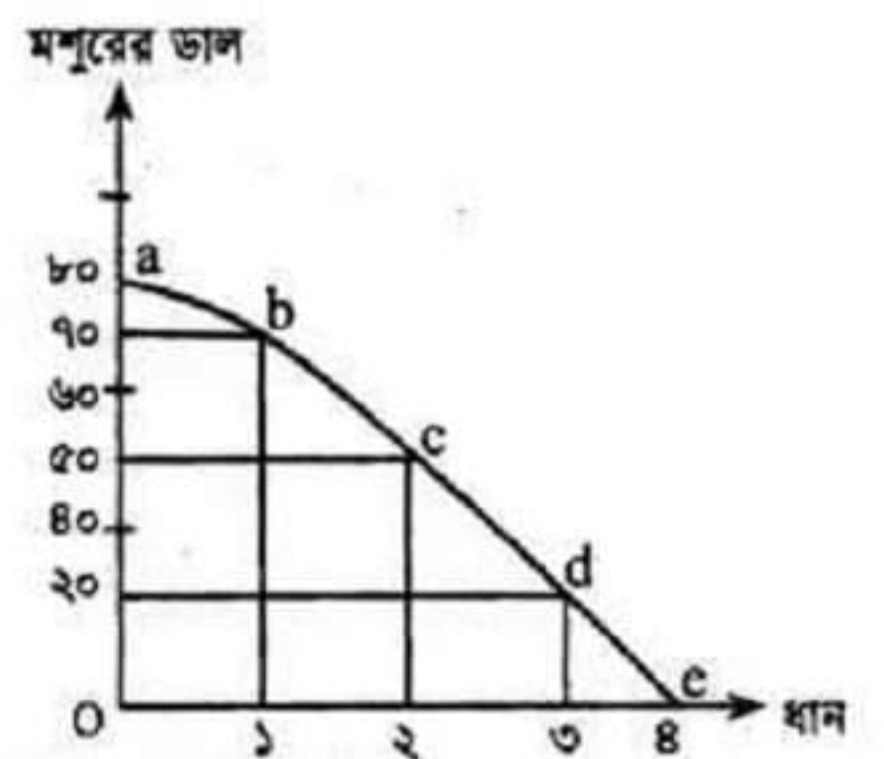
ক কোন কোন দ্রব্য কী পরিমাণে কোন পদ্ধতিতে এবং কাদের ভোগের জন্য উৎপাদন করা হবে তা নির্বাচন করাই হলো সমাজের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা।

খ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় একটি লক্ষণীয় দিক বা বৈশিষ্ট্য হলো ভোক্তার সার্বভৌমত্ব।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উদ্যোক্তারা মূলত ভোক্তাদের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী, দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। ভোক্তারা নিজ নিজ সামর্থ্য ও পছন্দ অনুযায়ী, তা ভোগ করে। এক্ষেত্রে ভোক্তারা যেকোনো দ্রব্য বা সেবা যেকোনো পরিমাণে এবং যেকোনো সময় অবাধে ভোগ করতে পারে। দ্রব্য ও সেবা ভোগের ব্যাপারে ভোক্তার এই অবাধ স্বাধীনতাই হলো ভোক্তার সার্বভৌমত্ব।

গ উদ্দীপকের আলোকে রহিম সাহেবের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কনের জন্য প্রথমে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি তৈরি করে পরে তার ভিত্তিতে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করি।

ধান (একক)	মশুরের ডাল (একক)
০	৮০
১	৭০
২	৫০
৩	২০
৪	০



চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

চিত্রে ভূমি অক্ষে ধান ও লব্ধ অক্ষে মশুরের ডাল উৎপাদনের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে প্রদত্ত সম্পদ দিয়ে ৮০ একক মশুরের ডাল ও ০ একক ধান (a বিন্দুর দ্বারা নির্দেশিত) উৎপাদন করা যায়। আবার মশুরের ডাল ৭০, ৫০, ২০ ও ০ একক উৎপাদন করলে ধান যথাক্রমে ১, ২, ৩ ও ৪ একক উৎপাদন করা যায়। যা যথাক্রমে b, c, d ও e বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন মশুরের ডাল ও ধান উৎপাদনের বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশক a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যুক্ত করে ac রেখাটি অঙ্কন করা হলো। এটিই হলো রহিম সাহেবের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' ও 'B' দেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থা ভিন্ন। 'A' দেশে ধনতান্ত্রিক ও 'B' দেশে ইসলামি অর্থব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

'A' দেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগে উৎপাদন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এখানে উৎপাদনের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা অর্জন করা। অন্যদিকে, 'B' দেশে উদ্যোক্তাদের উৎপাদন সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাষ্ট্র ভূমিকা রাখে। এখানে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হলো— জনগণের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো পূরণ এবং সে লক্ষ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ন্ত্রণ। 'A' দেশের অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ও স্থগিত লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদ একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। এখানকার সমাজ ঘুষ ও মজুতদারির মতো ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত। অন্যদিকে, 'B' দেশে সুদ হারাম ও অনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

'A' দেশে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কোনো সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা নেই। কিন্তু 'B' দেশে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। এমনটি করার জন্য সেখানে বায়তুল মাল, যাকাত, সদকা, ফেতরা ইত্যাদির প্রচলন দেখা যায়। সর্বোপরি 'A' দেশে কোনো দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন ও ভোগ যথেষ্ট চলায় সেখানে হারাম-হালালের বালাই নেই। কিন্তু 'B' দেশে উৎপাদন, উপার্জন ও ভোগের ক্ষেত্রে হারাম-হালালের বিষয় কঠোরভাবে পালিত হয়।

প্রশ্ন ১৩ শাকিলা ও আফরোজা পরস্পর বান্ধবী। শাকিলা 'A' দেশে এবং আফরোজা 'B' দেশে বাস করে। প্রায়ই তাদের সাথে ফোনে কথা হয়। একদিন শাকিলা, আফরোজাকে ফোন করে এবং বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে।

শাকিলা : আফরোজা, তোমার দেশের আবহাওয়া কেমন?

আফরোজা : খুবই ভালো। তবে ধন বৈষম্য প্রকট।

শাকিলা : আচ্ছা আফরোজা, তোমার দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী রূপ?

আফরোজা : এখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় এবং দ্রব্যের দাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হয়।

শাকিলা : ও, তাই! আমাদের এখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন। */দি. বো. '১৬' প্রশ্ন নং ১/*

ক. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী? ১

খ. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার গুরুত্ব নেই কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'A' দেশের অর্থব্যবস্থার ধরন উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'A' দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে 'B' দেশের অর্থব্যবস্থার পার্থক্য রয়েছে কি? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক পরিবেশ দ্বারা মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত হয়, তাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলা হয়।

খ নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার গুরুত্ব নেই। কারণ সেখানে দেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো দ্রব্য বা সেবার দাম নির্ধারিত হয়।

চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে দাম নির্ধারিত হওয়াকে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা বলে। কিন্তু নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা অনুপস্থিত। কারণ সেখানে 'আরোপিত দাম' অর্থাৎ যা কিনা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে। এ জন্যই নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার গুরুত্ব নেই।

গ উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, শাকিলার দেশে বা 'A' দেশে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। কারণ 'A' দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন। নিচে 'A' দেশের অর্থব্যবস্থার ধরন ব্যাখ্যা করা হলো—

নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান। দেশের সকল সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

নির্দেশমূলক অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শোষণহীন সমাজব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা নেই বলে পুঁজিপতি শ্রেণিও থাকে না। ফলে শ্রমিক শোষণের কোনো সুযোগ নেই। প্রত্যেক ব্যক্তিই এখানে সামাজিক অধিকার ভোগের সুযোগ পায়। নির্দেশমূলক অর্থনীতিতে দেশের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা সামাজিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখেই পরিচালিত হয়। এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের মূল লক্ষ্য হলো সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ সাধন। এ অর্থব্যবস্থা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। আর কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় দেশের সব অঙ্গুলের গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে সমাজের উন্নয়ন হয় সুসম।

নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে 'A' দেশের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, 'A' দেশে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে 'A' দেশে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা এবং 'B' দেশে ধনাত্মক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। উভয় অর্থব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যথা—

১. যে অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপাদানের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় মালিকানা

বজায় থাকে তাকে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা বলে। পক্ষান্তরে, যে অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান তাকে ধনাত্মক অর্থব্যবস্থা বলে।

২. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। কিন্তু ধনাত্মক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা স্বীকৃত।

৩. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উৎপাদনকার্য পরিচালিত হওয়ায় এখানে শ্রমিক শোষণের অবকাশ কম। এ সমাজে কিছু ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের দ্বারা ধনী হয় না বলে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য কমে। অপরদিকে, ধনাত্মক অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকায়। উৎপাদনকারী বা পুঁজির মালিক শ্রমিককে তার ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে। ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্র এ দুই শ্রেণির মধ্যে বৈষম্য বাড়ে।

৪. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় ভোক্তা দ্রব্য ভোগে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে না। কেননা দ্রব্যসামগ্রীর প্রকৃতি ও উৎপাদনের পরিমাণ সরকারের সিদ্ধান্ত দ্বারা স্থির হয়। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ক্রোতা ক্রয় করতে বাধ্য থাকে। অন্যদিকে, ধনাত্মক ভোগকারীর স্বাধীনতা বজায় থাকে। সমাজে কোন কোন দ্রব্য উৎপাদিত হবে তা ভোক্তাদের দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং উৎপাদনকারী সে অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন করে মুনাফা অর্জন করে।

উপরের সার্বিক বিশ্লেষণে বলা যায়, ধনাত্মক অর্থব্যবস্থায় অসম বণ্টন ও শ্রেণিশোষণ সত্ত্বেও জনকল্যাণমুখী নীতি গ্রহণ ও অপচয় বন্ধ করা হলে জাতীয় উন্নয়ন ঘটে। পক্ষান্তরে, নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের সুসম বণ্টন ও পরিকল্পিত উৎপাদন বাধাহীন অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক। কিন্তু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের নামে জনমানুষের উপর নিপীড়ণমূলক পদক্ষেপ আরোপিত হলে জাতীয় উন্নয়ন ক্ষুণ্ণ হয়।

প্রশ্ন ১৪ ইমরান ও জেক দুই বন্ধু। তারা তাদের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কথা বলছে। ইমরান বলল, আমাদের দেশে উৎপাদন কর্মকাণ্ড ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হয়, বাজার প্রক্রিয়া কার্যকর এবং সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত। জেক বলল, আমাদের দেশে উৎপাদন কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত হয়, আইন করে প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু কৃষিখাত এবং কিছু শিল্প সম্প্রতি ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, এতে উৎপাদন ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। */ক. বো. '১৬' প্রশ্ন নং ১/*

ক. অর্থনীতিতে নির্বাচন কী? ১

খ. অর্থনীতিতে 'কী কী দ্রব্য কী পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে' সমস্যার উদ্ভব হয় কেন? ২

গ. ইমরানের দেশে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জেকের দেশের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধরন ব্যাখ্যা করো। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক অনেক অভাবের মধ্য থেকে সম্পদের স্বল্পতার প্রেক্ষিতে, সর্বাধিক প্রয়োজনীয় অভাবগুলো বাছাই করাকে অর্থনীতিতে নির্বাচন বোঝায়।

খ অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের স্বল্পতা বা অভাবের জন্য 'কী কী দ্রব্য, কী পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে' সমস্যার উদ্ভব হয়

মানুষের অভাব অসীম কিন্তু তা পূরণের জন্য সম্পদের যথেষ্ট স্বল্পতা রয়েছে। এ অবস্থায় অসংখ্য অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য একই সাথে ও প্রয়োজনীয় পরিমাণে উৎপাদন করা হয় না। এ ক্ষেত্রে তাই গুরুত্ব অনুসারে অভাবের শ্রেণিবিন্যাস করে দ্রব্যের নির্বাচন ও তার উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয়। এ অবস্থায়ই অর্থনীতিতে কী কী দ্রব্য এবং কী পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে সে সমস্যার উদ্ভব হয়।

গ উদ্দীপকে ইমরানের দেশে ধনতাত্ত্বিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ধনতাত্ত্বিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর ব্যক্তি মালিকানা বজায় আছে। এজন্য উৎপাদন বিষয়ক কার্যাবলি ব্যক্তিগত উদ্যোগেই পরিচালিত হয়। যেখানে কোন কোন দ্রব্য, কী পরিমাণে এবং কোন পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হবে সে সম্পর্কে ব্যক্তি পর্যায়েই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেসব দ্রব্য উৎপাদনে মুনাফা বেশি, উদ্যোগ্তরা সেগুলোই উৎপাদন করে। অবশ্য এমনটি করতে গিয়ে তারা ক্রেতাদের ইচ্ছা, পছন্দ ও রুচি দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়।

ইমরানের দেশে বাজারব্যবস্থা কার্যকর। সেখানে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা দ্বারা সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা কার্যকর থাকায় দ্রব্যাদির দাম তাদের নিজ নিজ চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। উৎপাদন ব্যয় ও দাম দ্বারা দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। ইমরানের দেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার উপরিলিখিত দিকগুলো ধনতাত্ত্বিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, ইমরানের দেশে ধনতাত্ত্বিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে জেকের দেশে পূর্বে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও তা ধীরে ধীরে মিশ্র অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

সমাজতাত্ত্বিক অর্থব্যবস্থায় দেশের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় মালিকানা বজায় আছে। সরকার দেশে উৎপাদন ও বন্টনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জেকের দেশে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার এসব লক্ষণীয় দিক উপস্থিত থাকলেও একথা বলা যায়, সময়ের উত্তরণের সাথে সাথে তার দেশের অর্থব্যবস্থায়ও পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে যা মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে ইঙ্গিত দেয়।

যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলা এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য জেকের দেশের অর্থব্যবস্থায় পরিবর্তনের পালা চলছে। সেখানে তার নিজের অর্থনীতির প্রয়োজনে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব অর্থব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন আজিকা ও মাত্রায় নির্দেশমূলক অর্থনীতির নীতিমালা ও অবস্থা পরিবর্তন করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কৃষি খামার ভেঙে সেগুলো ক্রমান্বয়ে ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে নমনীয় নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণের সাথে বেসরকারি বিনিয়োগকেও উৎসাহিত করা হচ্ছে। নির্দেশমূলক অর্থনীতির কয়েকটি দেশ ইতোমধ্যে তাদের অর্থনীতি বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তার দেশে বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করছে। সেখানে মুনাফা ভিত্তিক উৎপাদনের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে।

সুতরাং বলা যায়, জেকের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধরন পরিবর্তিত হয়ে মিশ্র অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

প্রশ্ন ১৫ 'ক' একটি সম্ভাবনাময় দেশ। সেখানে শিল্প ও সেবাখাতের কিছু কিছু সরকারি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। যেমন প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, যোগাযোগ ডাক ও বিদ্যুৎ ইত্যাদি। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের একটা বড় অংশ সরকার করে থাকে। পাশাপাশি, প্রায় সবক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়।

- ক. অর্থব্যবস্থা কী? ১
খ. একটি মিশ্র অর্থব্যবস্থায় কীভাবে দাম নির্ধারিত হয়? ২
গ. 'ক' দেশের অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি নিরূপণ করো। ৩
ঘ. 'ক' দেশে বিদ্যমান অর্থব্যবস্থা জনকল্যাণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে বলে তুমি কি মনে কর? ব্যাখ্যা করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক পরিবেশ দ্বারা মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে অর্থব্যবস্থা বলে।

খ মিশ্র অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের মতো স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হয়।

মিশ্র অর্থনীতিতে ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বাজারে দাম নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ বাজারে চাহিদা ও যোগান এক্ষেত্রে

ভূমিকা রাখে। দ্রব্যের দাম তার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হলেও দামস্তরের অতিরিক্ত উর্ধ্বগতি সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এছাড়া অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের দাম সরকারি নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায়।

'ক' দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থার মতো সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানা রয়েছে। তাই প্রতিরক্ষা, প্রশাসনের মতো জনগুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রতিষ্ঠান যেমন সরকারি মালিকানায় আছে তেমনি ব্যক্তি মালিকানাতেও শিল্প সেবাখাতসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ খাত আছে। এ ব্যবস্থায় সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশা নির্বাচন ইত্যাদির স্বাধীনতা স্বীকৃত। বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র ও মাঝারিসহ অন্যান্য কিছু শিল্প-কারখানা ব্যক্তিগত উদ্যোগের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বিশেষ করে একচেটিয়া ব্যবসায়ের ওপর সরকারি বিধিনিষেধও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

'ক' দেশে মিশ্র অর্থনীতির মতো সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগও উপস্থিত। তাই সেখানে স্বাস্থ্যখাতে সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের অস্তিত্বও দেখা যায়।

ঘ 'ক' দেশে বিদ্যমান অর্থব্যবস্থা জনকল্যাণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে বলে আমি মনে করি।

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় অধিকাংশ সম্পদ ব্যক্তি মালিকানায় থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা, ভারী শিল্প, কিছু ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠান সরকারি মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে থাকে। এ অর্থনীতিতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সরকারি উভয় উদ্যোগেই উৎপাদন কার্য পরিচালিত হয়।

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের সম্মিলিত উদ্যোগের দ্বারা পরিচালিত অর্থনৈতিক কাজকর্ম যথেষ্ট দক্ষ ও ফলপ্রসূ হয়। ফলে এখানে জনকল্যাণ নিশ্চিত হয়।

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ প্রয়াসে একটি দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়ে থাকে। আবার এ অর্থনীতিতে সরকার শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরির হার নির্ধারণ করে দেয়। বেসরকারি ও সরকারি খাতে শ্রমিকদের যোগ্যতা অনুযায়ী সর্বোচ্চ মজুরি হার ভিন্ন হয়। তাই অর্থনীতিতে শ্রমিক শোষণের মাত্রা কম।

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ভোক্তা ও উৎপাদকের স্বাধীনতা বজায় থাকে। ভোক্তারা প্রয়োজনানুযায়ী, বাজার থেকে দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে; আবার উৎপাদকরাও ভোক্তাদের চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে স্বাধীনভাবে দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত হতে পারে।

মিশ্র অর্থব্যবস্থার উল্লিখিত সুবিধাগুলোর জন্য জনকল্যাণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে বলে আমার মনে হয়।

প্রশ্ন ১৬ মি. রহিম সাহেব 'X' দেশে বেড়াতে গেলেন। তিনি দেখলেন, সে দেশে উৎপাদন ব্যবস্থা এমনকি চিকিৎসা সেবাও ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হয়। কিন্তু রহিমের দেশে সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি ক্লিনিকও আছে।

/চ. কো. ১৬/ প্রশ্ন নং ৭/

- ক. ইসলামি অর্থব্যবস্থা কী? ১
খ. নির্বাচন সমস্যা কী কারণে সৃষ্টি হয়? ২
গ. 'X' দেশের অর্থব্যবস্থার প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখ। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, 'X' দেশের অর্থব্যবস্থা রহিমের দেশের অর্থব্যবস্থার তুলনায় ভালো? তোমার মতামত দাও। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অর্থব্যবস্থায় কুরআন ও হাদিসের বিধান অনুযায়ী মানুষের জীবিকা অর্জন এবং যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদিত হয়, তাকে ইসলামি অর্থব্যবস্থা বলা হয়।

খ অসীম অভাবের মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ অভাবটি সর্বপ্রথম পূরণ করতে হবে তা নির্ধারণ করাই হচ্ছে নির্বাচন সমস্যা।

পৃথিবীতে সম্পদ সীমিত, কিন্তু মানুষের অভাব অসীম। এজন্য মানুষ তুলনামূলক প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ করতে গিয়ে নির্বাচন সমস্যার সম্মুখীন হয়। মূলত মানুষের অসীম অভাবের কারণেই নির্বাচন সমস্যা সৃষ্টি হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' দেশের অর্থব্যবস্থা হলো ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। নিচে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখা হলো—

১. ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে জমি, কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার সম্পত্তির অবাধ ভোগ-দখল, হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারের অধিকার ভোগ করে।
২. ধনতন্ত্রে অধিকাংশ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ সব ক্ষেত্রেই বেসরকারি উদ্যোগের প্রাধান্য থাকে। ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরকারি অংশগ্রহণ বা হস্তক্ষেপ থাকে না বললেই চলে।
৩. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সব ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। প্রতিযোগিতার ফলে নতুন নতুন দ্রব্যের উদ্ভাবন সম্ভব হয় এবং উৎপাদনের খরচ হ্রাস পায়। আবার ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়।

ঘ আমি মনে করি, 'X' দেশের অর্থব্যবস্থা রহিমের দেশের অর্থব্যবস্থার তুলনায় ভালো নয়।

রহিমের দেশের অর্থব্যবস্থা হলো মিশ্র অর্থব্যবস্থা। মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলতে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বোঝায়, যেখানে সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা উভয়ই স্বীকৃত। এ অর্থনীতিতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি অবস্থান করে। ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের একটি সংমিশ্রিত রূপই হলো মিশ্র অর্থব্যবস্থা। এখানে ধনতন্ত্রের ন্যায় সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফা অর্জন এবং ব্যক্তি উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকে, আবার জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক খাতসমূহ এবং কিছু কিছু বৃহৎ ও মৌলিক শিল্পের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বজায় থাকে।

অপরদিকে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে এবং মুনাফার ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এ অর্থব্যবস্থায় ক্রেতা বা ভোগকারীর ভোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে এবং ভোগকারীর ইচ্ছা ও বুচি অনুযায়ী উৎপাদন করা হয়। এ অর্থব্যবস্থার ভিত্তি হলো অবাধ প্রতিযোগিতা। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। এখানে উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ থাকে না, বরং একটি স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার মাধ্যমেই সবকিছু নির্ধারিত হয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মিশ্র অর্থব্যবস্থায় যেহেতু সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি অবস্থান করে সেহেতু এটি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা থেকে উত্তম।

প্রশ্ন ১৭ রাবেয়া ও সুমি হরিপুরে বাস করে। হঠাৎ করে হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। সেই গ্যাস উত্তোলন করে তারা বিদ্যুৎ উৎপাদন ও গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করতে চায়। তবে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, কারণ বিদ্যুৎ অর্থনীতির অন্যান্য খাতসমূহের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

(বি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ১/)

- ক. দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন বলতে কী বোঝায়? ১
- খ. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. গ্যাস এর সাহায্যে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাহায্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অভাব পূরণ সম্ভব'- ব্যাখ্যা করো। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তি বা সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই সব অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী অপ্রতুল। সম্পদের এ অপ্রতুলতাকে দুষ্প্রাপ্যতা বলে। আবার, অনেক অভাবের মধ্য থেকে গুরুত্ব অনুসারে কিছু অভাব বাছাইকে নির্বাচন বলে।

খ বিদ্যমান প্রযুক্তি ও নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ দ্বারা উৎপাদিত দুইটি দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সংমিশ্রণ যে রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে নির্দেশ করা হয়, তাকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC) বলে।

মনে করি, একটি সমাজ তার সীমাবদ্ধ সম্পদের সাহায্যে ১ লক্ষ বই অথবা ১ কোটি কলম তৈরি করতে পারে। সমাজ ইচ্ছা করলে কলম উৎপাদন হ্রাস করে বই উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। একই পরিমাণ সম্পদের সাহায্যে বই ও কলমের বিভিন্ন সংমিশ্রণ উৎপাদন করা সম্ভব। এভাবে সীমিত সম্পদের সাহায্যে দুটি দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার (PPC) সাহায্যে দেখানো যায়।

গ গ্যাস এর সাহায্যে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মূল কারণ হলো বিদ্যুৎ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। বিদ্যুৎ এক প্রকার শক্তি যা দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন— শিল্পক্ষেত্রে, কৃষিক্ষেত্রে, গৃহস্থালির কাজে এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। ফলে বিদ্যুতের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করে বিদ্যুতের এ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারলে শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে দেশের প্রবৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে। পৃথিবীর যেসব দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বেশি সেসব দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধিশালী। আবার বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাচুর্যতা থাকায় কম মূল্যে বিদ্যুৎ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে সরকার সুযোগ ব্যয় ধারণার মাধ্যমে গ্যাস এর সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে অগ্রাধিকার প্রদান করছে।

ঘ 'বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাহায্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অভাব পূরণ সম্ভব' উক্তিটি যথার্থ।

আধুনিক যুগ তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ। তথ্য ও প্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যুতের ব্যবহার অপরিহার্য। বিদ্যুৎ ছাড়া বর্তমান যুগ কল্পনা করা যায় না। এছাড়াও অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ করে উৎপাদন ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার অপরিহার্য। আবার প্রাকৃতিক গ্যাস যদি বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তাহলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। ফলে বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা সম্ভব হবে। যার কারণে প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। যেমন:

- i. শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যার ফলে দেশের শিল্পদ্রব্যের অভাব পূরণ সম্ভব হবে।
- ii. কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে কৃষিপণ্যের অভাব পূরণ হবে।
- iii. চিকিৎসাক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে চিকিৎসার আধুনিকায়ন সম্ভব হবে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার বিদ্যুতের আওতায় আসবে।
- iv. শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার মান উন্নত হবে।
- v. অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেমন: ব্যবসায়, বিনোদন, যোগাযোগ ও ব্যাংকিং ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার অপরিহার্য।

সুতরাং বলা যায় যে, গৃহস্থালির কর্মকাণ্ডে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের তুলনায় বিদ্যুৎক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে বেশি সংখ্যক অভাব পূরণ করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ১৮ নির্দিষ্ট সম্পদের অধীনে একজন উৎপাদকের 'X' ও 'Y' দ্রব্য উৎপাদনের বিভিন্ন সংমিশ্রণ নিম্নের তালিকায় দেওয়া হলো:

X দ্রব্য (একক)	Y দ্রব্য (একক)
০	৬০০
১০০	৫০০
২০০	৩০০
৩০০	০

(সি. বো. ১৬। প্রশ্ন নং ১/)

- ক. ব্যক্তিক অর্থনীতি কী? ১
- খ. অর্থনীতিতে সকল অভাব একসাথে পূরণ করা সম্ভব হয় না কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো। ৩
- ঘ. (X = ১০০, Y = ৪০০) সংমিশ্রণটি উৎপাদন করা যৌক্তিক হবে কি না ব্যাখ্যা করো। ৪